রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৮ সনের ৪৮ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২৯, ২০১৮

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৪৭—৭৭৬
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩৩৭—১৩৬৩
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৫৯—২৬৬
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩১৫১—৩৩৫৬
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৬৩
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) ..... সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) ..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) ..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) ..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) ..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

আদেশ

তারিখ : ২৯ আশ্বিন ১৪২৫/১৪ অক্টোবর ২০১৮

নং **১৭.০০.০০০০.০১৫.৫৫.০৫৭.১৭-৫৮৫** ।—যেহেতু, জনাব এ কে এম জালাল উদ্দিন, নির্বাচন অফিসার, জেলা নির্বাচন অফিস, মাগুরা (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, শালিখা, মাগুরা) বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২১ আগস্ট ২০১৬ তারিখের ৮০.০০.০০০০.০১১.০১২.১০.২০১৬-১৬৭ নং পত্রের সুপারিশের প্রেক্ষিতে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়ে ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে "উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার পদে" যোগদান করেন। জনৈক বেগম আছিয়া খাতুন ও জনৈক জনাব মোঃ নাজমুল হুদা কর্তৃক জনাব এ কে এম জালাল উদ্দিন এর বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ দাখিল করলে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ তদন্ত করে প্রতিবেদন অত্র সচিবালয়ে দাখিল করেন। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ এর তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব এ কে এম জালাল উদ্দিন, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, শালিখা, মাগুরা (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, ঝিনাইগাতী, শেরপুর) এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং ০২/২০১৭ রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়।

২। উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর প্রেক্ষিতে জনাব এ কে এম জালাল উদ্দিন, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, শালিখা, মাগুরা জবাব প্রদান করেন। জবাবে তিনি ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করলে ০২ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ ব্যক্তি শুনানী গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানীর জবাব কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোজনক বিবেচিত না হওয়ায় নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আলীমুজ্জামান-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সুস্পস্টভাবে প্রমাণিত হয়।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

৩। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ রহিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমাল, ২০১৮ মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিভাগীয় মামলাটির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে গুরুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ৩০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে ২৭৯ নং স্মারক মোতাবেক ২য় কারণ দর্শনোর নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেছেন যা কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় জনাব এ কে এম জালাল উদ্দিন, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, শালিখা, মাগুরা-কে গুরুদণ্ড হিসেবে চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৪। উক্ত বিষয়ে The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulation, 1979 এর ৬ নং প্রবিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সানুগ্রহ মতামত প্রদানের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ১৭ জুলাই ২০১৮ তারিখের ১৭.০০.০০০০.০১৫.৫৫.০৫৭.১৭-৪১০ নং পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানান হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের গুরুদন্ড হিসেবে "চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর" প্রদানের গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেন। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক উক্ত কর্মকর্তাকে চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে প্রেরিত প্রস্তাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন।

৫। সেহেতু, এক্ষণে, জনাব এ কে এম জালাল উদ্দিন, নির্বাচন অফিসার, জেলা নির্বাচন অফিস, মাগুরা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অসদাচরণ ও ৩(ঘ) দুর্নীতি পরায়ণতার অভিযোগে ৪(৩)(খ) ধারামতে ১৪-১০-২০১৮ তারিখ হতে চাকরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" করা হলো। তিনি পিআরএল এবং লাম্পগ্রান্ট এর সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না।

হেলালুদ্দীন আহমদ
সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বিধি অনুবিভাগ
বিধি-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/২৯ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০১.১৭-১৯৬**—Allocation of Business Among The Different Ministries and Divisions (Schedule I of the Rules of Business, 1996) (Revised up to April 2017) এর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অংশে ৩৭ নম্বর ক্রমিকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশনের চাহিদা মোতাবেক **নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলাধীন গয়াবাড়ী, টেপাখড়িবাড়ি ও খগাখড়িবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদে স্থগিত সাধারণ নির্বাচন এবং কুমিল্লা জেলা দাউদকান্দি উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের শূন্য চেয়ারম্যান পদে উপ-নির্বাচন উপলক্ষে ২১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ রবিবার** সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ভোটগ্রহণের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় নির্বাচনকালীন **সাধারণ ছুটি** (সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় যদি উক্ত তারিখে কোন পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাহলে পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহ ও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মচারীগণ সাধারণ ছুটির আওতা বহির্ভূত থাকবে শর্তে) **ঘোষণা করা হলো**।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস. এম. শাহীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ অক্টোবর ২০১৮

নং ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০২৪.১৭-৩১৩—যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ মশিউর রহমান আকন্দ, নির্বাহী প্রকৌশলী (রিজার্ভ), (বর্তমানে গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা) নাটোর গণপূর্ত বিভাগে কর্মরত অবস্থায় উত্তরা গণভবনের মরা/পঁচা এবং ঝড়ে ভাঙ্গা গাছ/গাছের ডাল অপসারণের পরিবর্তে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে জীবিত গাছ ও ডালপালা কাটার সাথে তার সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে পাওয়া যায়। সে কারণে তার বিরুদ্ধে "অসদাচরণ" এর অভিযোগে ০১/২০১৮ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলায় লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণক্রমে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা উত্তরা গণভবনের গাছ কর্তন ও নিলাম কার্যক্রমে পদ্ধতিগত ত্রুটি সংঘটিত হওয়ায় দপ্তর প্রধান হিসেবে অভিযুক্তকে দায়ী করেছে কিন্তু অতিরিক্ত গাছ কর্তন করার সাথে অভিযুক্তের সংশ্লিষ্টতা ছিলনা মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার নথি এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ আংশিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত অভিযোগের কারণে ২৬-১০-২০১৭ তারিখ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত রয়েছেন;

সেহেতু, জনাব মুহাম্মদ মশিউর রহমান আকন্দ, নির্বাহী প্রকৌশলী, (রিজার্ভ), (বর্তমানে গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে "অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত ০১/২০১৮ নম্বর বিভাগীয় মামলায় ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২(১) (ক) অনুযায়ী "তিরস্কার" দন্ড প্রদান করা হলো। এছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের ২৬-১০-২০১৭ তারিখে ২৫.০০.০০০০.০১৩.৯৯. ০১৫. ১৭-১১২ নম্বর স্মারকে জারীকৃত সাময়িক বরাখাস্তের আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো এবং সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় তার চাকরিকাল হিসেবে গণ হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪২.০০.০০০০.০৩৫.১৪.০০৬.১৮-৩৪৮—বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "শরিয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলার পদ্মা নদীর ডানতীর রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা সমাধান ও সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো :

সভাপতি

১। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৪। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-১), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৫। যুগ্মপ্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৬। যুগ্মপ্রধান, সেচ উইং, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৭। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৮। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৯। প্রধান পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১০। প্রধান প্রকৌশলী (পশ্চিমাঞ্চল), ফরিদপুর পওর সার্কেল, বাপাউবো, ফরিদপুর

১১। উপসচিব (উন্নয়ন-০২ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১২। উপপ্রধান-২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৩। এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি

১৪। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিনিধি

১৫। কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি

১৬। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি

১৭। সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা শাখা-২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সদস্য-সচিব

১৮। প্রকল্প পরিচালক

২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

- প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় উদ্ভূত সমস্যার সমাধান এবং যে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করা;
- নির্দেশনা দিতে অথবা প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়;
- কমিটি প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার সভা আহ্বান করবে;
- কমিটি প্রয়োজনে সদস্য/সদস্যদের co-opt করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোছাঃ নূরজাহান খাতুন
উপসচিব।

প্রশাসন-০১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ২২ আশ্বিন ১৪২৫/০৭ অক্টোবর ২০১৮

নং **৪২.০০.০০০০.০৩১.১১.০৮৩.১৬-৫৫০**—নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন) এর ধারা ৫ ও ৬ বলে গঠিত নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য হিসেবে সরকার নিম্নবর্ণিত দুইজন পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানীকে মনোনীত করেছেন :

(ক) মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।

(খ) ড. উম্মে কুলসুম নাভেরা, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২। সদস্যদ্বয় এ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে দুই বছরের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন সদস্যকে যে কোন সময় তাঁর পদ হতে অপসারণ করতে পারবেন এবং সম্মানিত সদস্যগণও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ থেকে পদত্যাগ করতে পারবেন।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম. শান-ই-আলম মিষ্টি
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশ

তারিখ : ২৫ আশ্বিন ১৪২৫/১০ অক্টোবর ২০১৮

নং ৪২.০০.০০০০.০৩১.২৪.২২২.১৭-৫৫৭—পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সংযুক্ত দপ্তর যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জন্য স্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে নিম্নবর্ণিত ২৪ (চব্বিশ) ক্যাটাগরির ৪৮ (আটচল্লিশ) টি পদ সৃজনে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২০১৭ সালের ২য় সভার সিদ্ধান্ত (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৯ জানুয়ারি-২০১৭ তারিখের স্মারক নং ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০২২.১৭-৮৫), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৬ জুলাই, ২০১৮ তারিখের স্মারক নং ০৫.১৫৭.০১৫.০৩.০৩.০১২.৯৯ (১ম খণ্ড)-১৬৩ অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল এর ২২-০৮-২০০৫ খ্রি: তারিখের স্মারক নং অম/অবি/মনি:/যৌথ/নদী/সা:কা:/২০০৪/৮৩৯ অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ১১-০৭-২০০৭ খ্রি: তারিখের স্মারক নং-অম/অবি(বাস্ত-২)বে:স্কে:নি(পাসম)-৩২/২০০৫/১৫৫ এর নির্দেশনা মোতাবেক আদিষ্ট হয়ে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হলো।

ক্রঃ নং	পদের নাম	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতন (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী	পদ সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	সদস্য	সরকার কর্তৃক নিজ বেতক্রমে নিয়োগযোগ্য	১(এক)টি	
২	পরিচালক	৫০০০০—৭১২০০/- (৪র্থ গ্রেড)	১(এক)টি	
৩	নির্বাহী প্রকৌশলী	৪৩০০০—৬৯৮৫০/- (৫ম গ্রেড)	৩(তিন)টি	
৪	উপবিভাগীয় প্রকৌশলী	৩৫৫০০—৬৭০১০/- (৬ষ্ঠ গ্রেড)	১(এক)টি	
৫	সহকারী প্রকৌশলী	২২০০০—৫৩০৬০/- (৯ম গ্রেড)	২(দুই)টি	
৬	সহকারী পরিচালক/সহঃ কারিগরী কর্মকর্তা	২২০০০—৫৩০৬০/- (৯ম গ্রেড)	১(এক)টি	
৭	প্রটোকল অফিসার	১৬০০০—৩৮৬৪০/- (১০ গ্রেড)	১(এক)টি	
৮	হিসাব রক্ষক	১১০০০—২৬৫৯০/- (১৩তম গ্রেড)	১(এক)টি	
৯	উপসহকারী প্রকৌশলী	১৬০০০—৩৮৬৪০/- (১০ গ্রেড)	১(এক)টি	
১০	সহকারী গ্রন্থাগারিক	১২৫০০—৩০২৩০/- (১১তম গ্রেড)	১(এক)টি	
১১	নকশাকারক	৯৭০০—২৩৪৯০/- (১৫তম গ্রেড)	২(দুই)টি	
১২	সাঁট-লিপিকার কাম পিএ	১১০০০—২৬৫৯০/- (১৩তম গ্রেড)	২(দুই)টি	
১৩	সিঃ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১২৫০০—৩০২৩০/- (১১তম গ্রেড)	২(দুই)টি	
১৪	হিসাব সহকারী	৯৭০০—২৩৪৯০/- (১৫তম গ্রেড)	১(এক)টি	
১৫	উচ্চমান সহকারী	৯৭০০—২৩৪৯০/- (১৫তম গ্রেড)	১(এক)টি	
১৬	জরিপকারী	৯৭০০—২৩৪৯০/- (১৫তম গ্রেড)	১(এক)টি	
১৭	নিম্নমান সহকারী	৯৩০০—২২৪৯০/-(১৬তম গ্রেড)	১(এক)টি	
১৮	গ্রন্থাগার সহকারী	৯৩০০—২২৪৯০/-(১৬তম গ্রেড)	১(এক)টি	
১৯	টেলিফোন অপারেটর তথা অভ্যর্থনাকারী	৯৩০০—২২৪৯০/-(১৬তম গ্রেড)	১(এক)টি	
২০	ডাটা এন্ট্রি অপাঃ কাম টাইপিস্ট	৯৩০০—২২৪৯০/-(১৬তম গ্রেড)	৪(চার)টি	
২১	গাড়ী চালক	৯৩০০—২২৪৯০/-(১৬তম গ্রেড)	৩(তিন)টি	
২২	নিরাপত্তা প্রহরী	(চুক্তিভিত্তিক)	৩(তিন)টি	
২৩	বার্তা বাহক/এমএলএসএস	৮২৫০—২০০১০/- (২০তম গ্রেড)	৭(সাত)টি	
২৪	সুইপার	(চুক্তিভিত্তিক)	১(এক)টি	
		মোট ২৪ ক্যাটাগরির পদসংখ্যা=	**৪৮ টি**	

২। উপর্যুক্ত স্থায়ী পদের বেতন ও ভাতাদিসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৪৭ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন অর্থনৈতিক কোড ৩৬৩১-আর্থিক অনুদান খাতের ১৩১০১৫৯০০-যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্ত হবে এবং প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করতে হবে।

৩। এ আদেশ জারিতে সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

এম. শান-ই-আলম মিষ্টি
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ২৫ আশ্বিন ১৪২৫/১০ অক্টোবর ২০১৮

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০৯.১৭.২৭১—১৯৫৫** সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, **১৯৫০** সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (**১৯৫১** সনের **২৮** নং আইন) এর **১৪৪** ধারার ৭ নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জেএল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
০১	শোভান	২২	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	
০২	পালতালুক	৩১	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	
০৩	গাজিপুর	৩২	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	
০৪	সাজনমেঘ	৬৪	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	
০৫	ভোটাল	৮৮	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	
০৬	মীরপুর	৯৭	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	
০৭	কেওরাচর	৯৮	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	
০৮	চরবসন্ত	৯৯	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	
০৯	গুপ্টী	৮৩	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	
১০	জয়শ্রী	৯০	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	
১১	পাইকপাড়া	৯২	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	
১২	লাউতলী	১৬২	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	
১৩	রুস্তমপুর	১৬৫	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	
১৪	ষোলদানা	১৫৪	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	
১৫	দাসদি	২৮	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ১২৯৯০/১২ নং রীট দায়ের থাকায় তৎসশ্লিষ্ট ৮১৬ নং খতিয়ান ব্যতীত।
১৬	দক্ষিণ সাতবাড়ীয়া	২০৯	নাংগলকোট	কুমিল্লা	
১৭	উত্তর শ্যামপুর	১০১	বুড়িচং	কুমিল্লা	

তারিখ : ২৯ আশ্বিন ১৪২৫/১৪ অক্টোবর ২০১৮

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.০০৬.১৬.২৭৭—১৯৫৫** সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, **১৯৫০** সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (**১৯৫১** সনের **২৮** নং আইন) এর **১৪৪** ধারার ৭ নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জেএল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
২৩	অট্রাভাষড়া	১৩১	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
২৫	আব্দুল্লাবাদ	৯৮	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
৪৯	দক্ষিণপাড়	৭১	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
৬৯	মিশ্রি পাঁচবাড়ীয়া	১২৭	পাংশা	রাজবাড়ী
৭৫	ভূরকুলিয়া	১১১	পাংশা	রাজবাড়ী
৯১	সূর্য্যমনি	১২০	কালকিনি	মাদারীপুর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল মতিন
যুগ্মসচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
নীতি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৩৬.০০.০০০০.০৬০.২২.০০৩.১৬-২০০—বিগত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮/২৬ ভাদ্র ১৪২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে 'মোটরসাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৮' অনুমোদিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সলিম উল্লাহ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

অধ্যায় ১
ভূমিকা

পটভূমি

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে শিল্পায়নে গতি আনতে সরকার বদ্ধপরিকর। সে উদ্দেশ্য সামনে রেখে সম্ভাবনাময় মোটরসাইকেল খাতের উন্নয়নে সরকার একটি নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে মোটর সাইকেল শিল্পের বর্তমান আবশ্যকতা হলো টেকসই এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার ভিত্তি হিসেবে যন্ত্রাংশ নির্মাণ প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ। বিশ্বব্যাপী প্রবল প্রতিযোগিতার কারণে উৎপাদনকারীগণকে উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সে সাথে প্রযুক্তি উন্নয়নসহ আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগত পরিবর্তনের সাথে তাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকা এবং সুস্থ প্রতিযোগিতা বজায় রাখার জন্য মোটর সাইকেল শিল্পের জন্য কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যেমন-উৎপাদন বৃদ্ধি, সবুজ উৎপাদন প্রযুক্তির প্রচলন, মোটর সাইকেল সংক্রান্ত সরবরাহ চেইন নেটওয়ার্ক ও একাডেমিক সেক্টরগুলোর সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি। এ কার্যক্রম গৃহীত হলে ক্রেতাদের চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদনে বৈচিত্রতা আনয়ন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন ও তা প্রয়োগ সম্ভব হবে। গবেষণা ও উন্নয়নের বিষয়টিও এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজন হবে। ভোক্তার চাহিদা ও পরিবেশগত মানের দিকে লক্ষ্য রেখে এ শিল্পে গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদার করা প্রয়োজন। সর্বোপরি বাংলাদেশে উৎপাদনকারীদের শক্তিশালীকরণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজন।

১.১ মোটরসাইকেল শিল্পের সম্ভাবনা

বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসরণ করে বিভিন্ন খাতে শিল্পায়নের প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সার্বিকভাবে জিডিপির ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং ২০২০ সাল নাগাদ উৎপাদন খাতের অবদান মোট জাতীয় আয়ের ২১ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

মোটরসাইকেল হালকা প্রকৌশল শিল্পের অন্তর্গত। এই শিল্পটি পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত যা অধিক মূল্যসংযোজনকারী পণ্যের উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে বর্তমানে নিবন্ধিত মোটরসাইকেলের সংখ্যা প্রায় ১৪ লক্ষ। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মানসম্পন্ন যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা সম্ভব হলে এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্যে মানসম্পন্ন মোটরসাইকেল সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে মোটরসাইকেলের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাবে মর্মে প্রত্যাশা করা যায়।

মোটরসাইকেল শিল্প বিকাশের জন্য বাস্তবসম্মত কৌশল নির্ধারণ করে সামষ্টিক সমন্বয়ের মাধ্যমে এ শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে কৌশল নির্ধারণের মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয় যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে পুরো কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেবে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয় তথ্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

অধ্যায় ২
ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য

২.১ ভিশন

মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশ তৈরির সক্ষমতা অর্জনপূর্বক মোটরসাইকেল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে টেকসই মোটরসাইকেল উৎপাদন ব্যবস্থা সুনিশ্চিতকরণ।

২.২ মিশন

২০২৭ সালের মধ্যে জাতীয় চাহিদা পূরণের সক্ষমতা অর্জন এবং বৈশ্বিক বাজারে অংশগ্রহণের সামর্থ্য হিসেবে আধুনিক, প্রতিযোগিতামূলক ও টেকসই মোটরসাইকেল উৎপাদন সহায়ক ভেন্ডর শিল্প গড়ে তোলা।

ক) এশিয়া মহাদেশে মোটরসাইকেল উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য ভিত্তি হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করা;

খ) মোটরসাইকেল খাতে দেশি এবং বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;

গ) মোটরসাইকেল শিল্প সহায়ক শুল্কনীতি প্রণয়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সহায়তা প্রদান;

ঘ) মোটরসাইকেল রপ্তানি সহায়ক সুযোগ সৃষ্টি;

ঙ) মোটরসাইকেল খাতে বিনিয়োগ সহায়ক ব্যাকিং সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি;

চ) উচ্চতর মান, নিরাপত্তা এবং পরিবেশের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন;

ছ) ভোক্তাদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ;

জ) বাংলাদেশ অটোমোটিভ সংগঠনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

ঝ) খাতভিত্তিক পর্যাপ্ত দক্ষ মানব সম্পদের যোগান;

ঞ) প্রযুক্তি হস্তান্তর;

ট) বর্তমানে শক্তিশালী এবং উদীয়মান ভেন্ডরসমূহের উৎপাদন নেটওয়ার্ক সৃষ্টি;

ঠ) এ শিল্পের নিরাপদ ব্যবহার সুনিশ্চিত করা।

২.৩ উদ্দেশ্য

এ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিম্নরূপ :

ক) দেশে ব্যাপক স্বল্প মূল্যের পরিবহন সুবিধার বিস্তার ঘটানো, পাশাপাশি এর নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা;

খ) জনগণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দেশের অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি আনয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ;

গ) দেশকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের মোটরসাইকেল যন্ত্রাংশ উৎপাদনের উৎস হিসেবে উন্নীতকরণ;

ঘ) দেশকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের মোটরসাইকেল এবং মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশ উৎপাদনের উৎস হিসেবে উন্নীতকরণ;

ঙ) দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনে মোটরসাইকেল শিল্পের উদ্যোক্তাদের উৎসাহিতকরণ।

২.৪ লক্ষ্য

এ নীতি প্রণয়নে সরকারের মূল লক্ষ্য মোটরসাইকেল শিল্পের উন্নয়ন সহায়তা ও ভোক্তাদের কল্যাণ সাধনার্থে মোটরসাইকেল শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও শুল্কের মধ্যে একক ভারসাম্য সৃষ্টি করা। সে উদ্দেশ্যে এ নীতিমালার মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য অর্জনের পদক্ষেপ গৃহীত হবে:

ক) মোটরসাইকেলের উৎপাদন ২০২১ সালের মধ্যে ন্যূনতম ৫ লক্ষ এবং ২০২৭ সালের মধ্যে ১০ লক্ষে উন্নীতকরণ;

খ) প্রতিযোগিতামূলক দামে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে মানসম্মত মোটরসাইকেল সরবরাহ;

গ) মোটরসাইকেল শিল্প থেকে জিডিপির অবদান বর্তমান ০.৫% থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ২.৫% এ উন্নীতকরণ;

ঘ) মোটরসাইকেল উৎপাদনের পরিমাণ ২০২৭ সালের মধ্যে ১০% থেকে বাড়িয়ে ৫০% এ উন্নীতকরণ;

ঙ) মোটরসাইকেল খাতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর্মসংস্থান ৫ (পাঁচ) লাখ থেকে বাড়িয়ে ২০২৭ সালের মধ্যে ১৫ (পনের) লাখে উন্নীতকরণ।

২.৫ নীতি বাস্তবায়ন কৌশল

বাংলাদেশে মোটরসাইকেল শিল্পের ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য কিছু মূল কৌশল অবলম্বন করা হবে। উপরিউক্ত লক্ষ্য অর্জনে প্রতিযোগিতামূলক কম মূল্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদন এবং এর বৈশ্বিক মান নিশ্চিত করতে হবে। একইভাব ইন্টারমিডিয়ারী যন্ত্রাংশ স্থানায়ীভাবে উৎপাদন করতে হবে। এ নীতিমালার লক্ষ্য অর্জনের কৌশল হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা হবে:

ক) প্রযুক্তিগত ও মানবসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি;

খ) অর্থনৈতিক মাপকাঠি অর্জন ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাসকরণ;

গ) কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণ;

ঘ) একইসাথে স্থানীয় চাহিদা বৃদ্ধি, রপ্তানি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুবিধার সুযোগ সৃষ্টি;

ঙ) স্থানীয় উৎপাদন (লোকালাইজেশন) প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ।

চ) পরিবেশবান্ধব ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি দ্বারা চালিত মোটরসাইকেল উৎপাদন উৎসাহিতকরণ।

অধ্যায় ৩
গবেষণা ও উন্নয়ন

৩.১ বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় ব্যক্তিখাতকে শিল্প তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ লক্ষ্যে সরকার ব্যক্তিখাতের মাধ্যমে মোটরসাইকেল শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে আগ্রহী।

সংজ্ঞা

'মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান' অর্থ মূসক ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যারা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত বা আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা মোটরসাইকেলের সমস্ত পার্টস নিজে প্রস্তুত করে অথবা চেসিস ও এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পার্টস নিজে প্রস্তুত করে এবং অবশিষ্ট পার্টস স্থানীয় ভেন্ডর থেকে সংগ্রহ বা আমদানি করে মোটরসাইকেল সংযোজন বা উৎপাদন করে (অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এস.আর. ও নং-১৫৫-আইন/২০১৭/৪১/কাস্টমস, তারিখ ০১-০৬-২০১৭ অনুসারে)।

"ভেন্ডর" অর্থ মূসক ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যারা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অথবা আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশ প্রস্তুতপূর্বক মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্ট বিক্রয় চুক্তির আওতায় অথবা স্থানীয়ভাবে সরবরাহ করে থাকে (অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এস.এস.ও নং-১৫৫-আইন-২০১৭/৪১/কাস্টমস, তারিখ ০১-০৬-২০১৭ অনুসারে)।

'গুরুত্বপূর্ণ পার্টস, অর্থ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এস. আর.ও নং-১৫৫/আইন/২০১৭/৪১/কাস্টমস, তারিখ : ০১-০৬-২০১৭ অনুসারে সংজ্ঞায়িত গুরুত্বপূর্ণ পার্টসকে বুঝাবে (যা সময়ে সময়ে প্রজ্ঞাপন দ্বারা হালনাগাদ করা হবে)।

'সিবিউ' Complete Built Up)- সম্পূর্ণায়িত মোটরসাইকেল অর্থ সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় আমদানিকৃত তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহার উপযোগী মোটরসাইকেল বোঝায়।

মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে 'এসকেডি' (Semi Knocked Down) বলতে প্যাকিং সুবিধার (স্থান সংকোচন ও নিরাপদ পরিবহন) জন্য একটি মোটরসাইকেলের সম্পূর্ণ অথবা কতিপয় অংশ বিযুক্ত অবস্থায় আমদানি করাকে বোঝায়।

সিকেডি (Semi Knocked Down) বলতে বুঝাবে এমন আমদানিকৃত প্রাইমকোট সম্বলিত যন্ত্রাংশ বা যন্ত্রাংশ সামগ্রী যা একটি মোটরসাইকেল প্রস্তুতে একান্ত অপরিহার্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নথি নং-৯(৪)কাস-১/৯৩১৩৩৪-১৩৪৪, তারিখ ২ অক্টোবর ১৯৯৫ বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী সিকেডি বলতে ইঞ্জিন (গিয়ার বক্সসহ) ও স্পিডোমিটার সম্পূর্ণ সংযোজিত অবস্থায় এবং অন্য সকল প্রাইমকোট সম্বলিত যন্ত্রাংশ আলাদাভাবে আমদানিকে বুঝাবে। মোটরসাইকেলের জন্য প্রযোজ্য সিকেডি হিসেবে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রাইমকোট সম্বলিত যন্ত্রাংশের বিবরণ নিম্নরূপ :

১। ইঞ্জিন, গিয়ার বক্সসহ একত্রে সংযোজিত কিন্তু কার্বুলেটর ও ইনলেট পাইপ ইঞ্জিন হতে বিয়োজিত থাকবে।

২। মেইন ফ্রেমবডি বিযুক্ত থাকবে।

৩। ফ্রন্ট ফর্ক বিযুক্ত থাকবে।

৪। রিয়ার কর্ক বিযুক্ত থাকবে।

৫। চেইন ও চেইন কভার বিযুক্ত থাকবে।

৬। হ্যান্ডেল বিযুক্ত থাকবে।

৭। রীম, হাব, স্পোক, নিপল, টায়ার ও টিউব বিযুক্ত থাকবে।

৮। ফ্রন্ট ও রিয়ার এক্সেল বিযুক্ত থাকবে।

৯। ব্রেক প্যানেল বিযুক্ত থাকবে।

১০। ফ্রন্ট ও রিয়ার শক এবজরবার বিযুক্ত থাকবে।

১১। স্পিডোমিটার এসম্বল বিযুক্ত থাকবে।

১২। ব্রেক কেবলস, ক্লাস কেবল, একসেলারেটর কেবল বিযুক্ত থাকবে।

১৩। ওয়্যার হারনেস, ইগনিশন কয়েল, রেকটিফায়ার লাইট, ব্যাটারি ইত্যাদি বিযুক্ত অবস্থায় থাকবে।

১৪। সব সুইচ বিযুক্ত থাকবে।

১৫। সাইড কভার বিযুক্ত থাকবে।

১৬। সিট বিযুক্ত থাকবে।

১৭। সামনের ও পিছনের ফেন্ডার বিযুক্ত থাকবে।

১৮। ফিউল ট্যাংক এসম্বল বিযুক্ত থাকবে।

১৯। সমস্ত প্রয়োজনীয় নাট-বোল্ট ও সংযোজনে প্রয়োজনীয় অন্যান্য এক্সেসরিজ বিযুক্ত অবস্থায় বাক্স বন্দি হয়ে থাকবে।

(জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিপত্র নং-৯(৪)কাস-১/৯৩/(অংশ-১)/১৬২/(১-৯), তারিখঃ ০৯-০৪-১৯৯৭ এবং পরবর্তীতে নং-১(৮)শুঃনিঃ ও বাঃ/২০০৭/৩৪৬, তারিখঃ ০১-০৭-২০১৫ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত পরিপত্র এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে)।

৩.২ গবেষণা ও উন্নয়ন

মোটরসাইকেল শিল্প হচ্ছে একটা প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প এবং এক্ষেত্রে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে হলে কিছু পূর্বশর্ত পূরণ করা প্রয়োজন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে গবেষণা ও উন্নয়ন। এ নতুন মডেলগুলো যাতে পরিবেশবান্ধব এবং নিরাপদ হয় তার উপর গরুত্ব দিতে হবে। নিয়মিত গবেষণা ও উন্নয়ন এ শিল্পে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার অন্যতম প্রাণশক্তি। গবেষণা উন্নয়ন কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এ খাতকে সমৃদ্ধ করার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে। সরকারি অথবা বেসরকারি উদ্যোগে এক বা একাধিক গবেষণা, নিরীক্ষা বা উপাত্ত কেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়, এসোসিয়েশন বা জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে এ ধরনের কেন্দ্র স্থাপনের বিশেষ প্রণোদনা সুবিধা প্রদান করা হবে।

৩.৩ মোটরসাইকেল ট্যারিফ নীতি

মোটরসাইকেল ও এর যন্ত্রাংশের স্থানীয় উৎপাদনকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য ট্যারিফ নীতি প্রণয়ন করা হবে।

৩.৪ ভেন্ডর উন্নয়ন কার্যক্রম

ভেন্ডর উন্নয়ন ছাড়া কোনভাবেই স্থানীয়ভাবে মোটরসাইকেল উৎপাদন সম্ভব নয়। স্থানীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী শিল্প কারখানার স্থানীয় মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী কারখানার ভেন্ডর হিসেবে কাজ করতে পারে। নিম্নমূল্য এবং ব্যাপক ব্যবহার, শ্রমের সহায়ক বিনিময় মূল্য, নিম্ন সুদের হার এবং রেয়াতি কর কাঠামো এ শিল্পোন্নয়নের জন্য অবদান রাখে। দীর্ঘকালীন প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি নিশ্চিতকল্পে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ও ফরওয়ার্ড লিংকেজের অব্যাহত উন্নয়নও জরুরি। দেশের জিডিপি, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এটি শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। এ বিষয়টিকে শিল্প উন্নয়নের একক শক্তিশালী গুণক রুপেও দেখা হয়। ভেন্ডর শিল্প যে সামগ্রিকভাবে দুটো লক্ষ্য অর্জনে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে তা হলো উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

বাংলাদেশে শক্তিশালী ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের ব্যবস্থা উন্নয়নের পরিবেশ রয়েছে এবং অধিকাংশ মোটরসাইকেল যন্ত্রাংশ নির্মাণ কোম্পানিগুলো হচ্ছে ক্ষুদ্র বা মাঝারি প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানিগুলো যাতে সহজেই টিকে যেতে পারে এবং স্থানীয় মোটরসাইকেল উৎপাদন এবং একই সাথে দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে এ লক্ষ্যে মোটরসাইকেল শিল্পকে সহায়তার জন্য সরকার বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩.৪.১ ভেন্ডর উন্নয়নে সহায়তা

প্রথম পর্যায়ে স্থানীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য বৃহৎ পরিসরে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে স্থানীয় যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী নির্বাচন করা হবে। এ ফলাফলের ভিত্তিতে :

১. সহায়তার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হবে;

২. স্থানীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারীদের বিশ্বমানের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জনের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;

৩. স্থানীয় মোটরসাইকেল উৎপাদনকারীগণকে স্থানীয় ভেন্ডর থেকে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করার জন্য উৎসাহিত করা হবে;

৪. স্থানীয় মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী ও স্থানীয় ভেন্ডর উভয়ের ক্ষেত্রে দ্বৈত কর (Double Taxation) প্রথা পরিহার করা হবে;

৫. ভেন্ডর উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিজস্ব বিনিয়োগ অথবা যৌথ বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রণোদনার সুবিধা প্রদান করা হবে।

৩.৪.২ যন্ত্রাংশের গুণগতমান

আন্তর্জাতিক গরুত্বপূর্ণ বাজারের Standard বা মানদণ্ড ও বিভিন্ন কমপ্লায়েন্সের সাথে সংজ্ঞাতি রেখে মোটরসাইকেল যন্ত্রাংশের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৩.৫ বাজার সম্প্রসারণ

মোটরসাইকেলের বাজার স্থানীয় এবং বৈশ্বিক। এর সরবরাহ সংযোগ প্রতিবেশী দেশ ছাড়িয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে পরিব্যাপ্ত। যন্ত্রাংশের স্থানীয়করণের ফলে ভবিষ্যতে মোটরসাইকেলের বাজার সম্প্রসারণের সাথে সাথে রপ্তানিও বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্পে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে দেশে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাবে। এ লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত মোটরসাইকেলের বাজার সম্প্রসারণের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩.৬ মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন ব্যয়

এ শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি, ভোক্তাস্বার্থ ও বাজার সম্প্রসারণ বিবেচনায় বিদ্যমান রেজিস্ট্রেশন ব্যয় উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে।

৩.৭ শিল্প কাঠামো ও শিল্পমান

ন্যূনতম দশ লক্ষ মোটরসাইকেল উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে আনুভূমিক (Vertical) উৎপাদন কৌশল অনুসরণ করে একটি বড় কোম্পানি এককভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারবেনা। পশ্চিমা এবং এশিয়ান দেশগুলোর মতো বড় মাত্রার উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লম্ব (Horizontal) উৎপাদন কৌশল প্রয়োজন। একটি শিল্পে অনেকগুলো ছোট ছোট উৎপাদন কাজ এককভাবে করে থাকে। একটি কারখানার উৎপাদন অন্য কারখানা কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে। একটি শিল্পের অন্তর্গত উৎপাদন এককগুলো অন্য উৎপাদন এককের জন্য চাহিদা তৈরি করে। চাহিদা তৈরি হলে একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্প কাঠামো তৈরি হবে। মোটরসাইকেল শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রেও একই কাঠামো অনুসরণ করা হবে।

অধ্যায় ৪
উন্নয়ন, রপ্তানি ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ

৪.১ পশ্চাৎ সংযোগ উন্নয়ন

মোটরসাইকেল উৎপাদন ও বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় দেশগুলোর মতো এই শিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প দরকার। ইঞ্জিন, সাসপেনশন এবং ফ্রেমের মতো উপাদানগুলোর জন্য নাট, বোল্ট ও ধাতব পাইপের মতো ধাতব যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হয়। যেহেতু মোটরসাইকেল কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে সব যন্ত্রাংশ নিজস্বভাবে উৎপাদন আর্থিকভাবে বাস্তবসম্মত নয় সেহেতু অগ্রাধিকারভিত্তিক পশ্চাৎ সংযোগ সৃষ্টি করা হবে। প্রথম পর্যায়ে স্থানীয় মোল্ড এবং যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারীদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৪.২ বাজার এবং রপ্তানি-সংযোগ উন্নয়ন

শিল্পে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর বছর হতে একটি নির্দিষ্ট সময় (ন্যূনতম ৫ বছর) পর্যন্ত নিম্নোক্ত প্রণোদনা ও সুযোগ-সুবিধাদি অব্যাহত থাকবে :

(ক) কোন মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অথবা ভেন্ডর উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করলে মূল্য সংযোজন কর আইনের বিধান অনুযায়ী শুল্ক প্রত্যর্পণ (Duty Draw Back) এর সুবিধা প্রাপ্য হবেন এবং শুল্ক প্রত্যর্পণ পদ্ধতি আরো সহজিকরণ করা হবে ;

(খ) রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপরিবর্তনীয় এবং নির্ধারিত ঋণপত্র/বিক্রয়চুক্তির বিপরীতে শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে ;

(গ) রপ্তানিমুখী মোটরসাইকেল উৎপাদনকারীগণ তাদের উৎপাদিত মোটরসাইকেল রপ্তানি করলে বিদ্যমান আইনের আওতায় রপ্তানি সহায়তা (Export Benefit) প্রদান করা হবে ;

(ঘ) রপ্তানি পণ্যের আমদানিনির্ভর কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান কাস্টমস আইনের আওতায় বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা প্রদান করা হবে ;

(ঙ) আমদানি নীতি আদেশের বিধান পরিপালন সাপেক্ষে রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নমুনাভিত্তিক পণ্য আমদানির সুযোগ থাকবে ;

(চ) রপ্তানি পণ্যের দাম বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগী করার নিমিত্ত পণ্য উৎপাদনে পরিবেশবান্ধব আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ;

(ছ) রপ্তানিমুখী মোটরসাইকেল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ২৫০ (C.C) সিসি পর্যন্ত মোটরসাইকেল উৎপাদন করা যাবে এবং প্রয়োজনের নিরিখে এর উর্ধ্বসীমা পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত করা হবে ;

(জ) মোটরসাইকেল উৎপাদন শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ এবং উক্ত কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ ব্যবহারপূর্বক স্থানীয়ভাবে মোটরসাইকেল এবং মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎসাহমূলক প্রণোদনা প্রদান করা হবে ;

(ঝ) স্থানীয়ভাবে মোটরসাইকেল উৎপাদনকে উৎসাহিত করার জন্য নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত Tax Holiday সুবিধা বিবেচনা করা হবে।

৪.৩ ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ

মোটরসাইকেল উৎপাদন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট যাবতীয় দলিলপত্রাদি, সনদপত্র, নিবন্ধন এবং পরীক্ষা পদ্ধতি উৎপাদক/ভোক্তার জন্য সহজসাধ্য করা হবে। সাধারণ ক্রেতাগণের ডিলার ও সরবরাহকারীরা যেন সকল দলিল, সনদ, নিবন্ধন ও পরীক্ষা পদ্ধতি সহজভাবে সম্পন্ন করতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪.৪ খাতভিত্তিক মানব সম্পদ উন্নয়ন

মোটরসাইকেল শিল্পের সামগ্রিক বিকাশের জন্য যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী কোম্পানি (ভেন্ডর) ও মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী কোম্পানি, দুই ক্ষেত্রেই মানব সম্পদ উন্নয়নে জোর দেয়া হবে। প্রকৌশলী, শ্রমিক এবং ব্যবস্থাপক সবক্ষেত্রেই দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার হবে। ভেন্ডর কোম্পানির ক্ষেত্রে যন্ত্রাংশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মজুত ব্যবস্থাপনা এবং প্রযুক্তির ব্যবহার- এই তিন ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। মোটর সাইকেল শিল্পখাতের জন্যে মানব সম্পদ উন্নয়নে নিম্নোক্ত দুটি ধাপ অনুসরণ করা হবে :

ক. **দক্ষতা উন্নয়ন**

মোটরসাইকেল শিল্পের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদানে সরকার সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের অটোমোবাইল বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে দক্ষ শ্রমিক তৈরির কর্মসূচি চালু করা হবে। এক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

খ. প্রণোদনা

স্থানীয় যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারীগণকে (ভেন্ডর) উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোতে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সরবরাহে উৎসাহ প্রদানের জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা হবে। স্থানীয় ভেন্ডারগণ কর্তৃক উৎপাদনকারীগণের এ ধরনের সরবরাহকে আমদানি/রপ্তানির বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

৪.৫ বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ প্রক্রিয়া

বৃহৎ মাত্রায় মোটরসাইকেল উৎপাদনের জন্য দেশীয় বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগও প্রয়োজন। বর্তমানে যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো মূলতঃ বিদেশ থেকে যন্ত্রাংশ এনে সংয়োজন করে মোটরসাইকেল বাজারজাত করছে। যন্ত্রাংশ উৎপাদন স্থানীয়করণের জন্য বৃহৎ মাত্রার উৎপাদন প্রয়োজন। স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে প্রকৌশল স্তরে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হবে। দীর্ঘমেয়াদে প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হবে। যন্ত্রাংশ নির্মাণকারীদের অবকাঠামো সুবিধাসহ জমির সুবিধা প্রদানে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ Automobile Components Manufacturing Park/ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪.৬ পরীক্ষা এবং মান নিয়ন্ত্রণ

মোটরসাইকেল শিল্পের মান নিয়ন্ত্রণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে :

ক) মোটর সাইকেলের গুণগত মান পরীক্ষা এবং এতদসংক্রান্ত সনদ প্রদান কার্যক্রম সহজ করা হবে।

খ) মোটর সাইকেলের প্রতিটি মডেল, উপাদান, যন্ত্রাংশ এবং এর ইঞ্জিন ক্ষমতা পরীক্ষা করে তিন বছরের জন্য সনদ প্রদান করা হবে।

গ) মোটর সাইকেলের প্রতিটি মডেল, বিশেষ করে ইঞ্জিন ক্ষমতা (CBU, CKD এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত) বাজারজাত করার আগে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BRTA) কর্তৃক সনদ গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) স্থানীয় পর্যায়ে মোটর সাইকেল উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদিত মডেলে মূল ব্রান্ডের সাথে স্থানীয় উৎপাদনের নাম সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ) সকল ধরনের মান পরীক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে। সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে আধুনিক 'অটোমোবাইল টেস্টিং সেন্টার (ATC)' স্থাপন করা যাবে। এ সেন্টার থেকে Performance Test এবং Basic Raw Material Testing সুবিধা থাকবে।

চ) স্থানীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারীদের আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে সহায়তা করা হবে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে মান-অর্জন সনদ (যেমন: ISO 9001:2015, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001, JIPM ইত্যাদি) প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায় ৫
বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

৫.০ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

মোটরসাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন সমন্বয়ের জন্য শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি পরিষদ থাকবে, যা নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবে। এ সমন্বয় পরিষদ মোটরসাইকেল শিল্প সংক্রান্ত নীতি-কাঠামো বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সর্বোচ্চ পরিষদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

০১.	মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
০২.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩.	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
০৪.	সচিব, সড়ক পরিবহন ও সহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
০৫.	সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
০৬.	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
০৭.	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৮.	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৯.	উপাচার্য, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড টেকনোলজি (বুয়েট) (তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধি)	সদস্য
১০.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
১১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত প্রকৌশল কর্পোরেশন	সদস্য
১২.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	সদস্য
১৩.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন	সদস্য
১৫.	সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
১৬.	অতিরিক্ত সচিব (স্বস), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭.	ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
১৮.	নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১৯.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
২০.	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
২১.	সভাপতি, বাংলাদেশ মোটরসাইকেল এ্যাসেম্বলার এ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (বিমামা)	সদস্য
২২.	সভাপতি, মোটরসাইকেল ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এমএমইএবি)	সদস্য
২৩.	সভাপতি, অটোমোবাইলস কম্পোনেন্ট এ্যান্ড এক্সেসরিজ ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (এসিইএমএ)	সদস্য
২৪.	সরকার কর্তৃক মনোনীত মোটরসাইকেল শিল্প বিশেষজ্ঞ (২ জন)	সদস্য
২৫.	যুগ্ম সচিব (নীতি)/উপসচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

৫.১ পরিষদের কার্যপরিধি

৫.১.১ প্রতি ০৬ (ছয়) মাসে পরিষদ একবার সভায় মিলিত হবে। পরিষদ মোটরসাইকেল উন্নয়ন নীতি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করবে এবং নীতি বাস্তবায়নে কোথাও কোন সমস্যা হলে তা সমাধান কিংবা সমাধানের সুপারিশ করবে।

৫.১.২ পরিষদ প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৫.১.৩ পরিষদ মোটরসাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উৎপাদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নীতি/সুপারিশমালা প্রণয়ন করবে।

৫.২ কারিগরি কমিটি

বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব/সুপারিশ প্রণয়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (স্বস) এর নেতৃত্বে কারিগরি কমিটি গঠন করা হবে। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এই কমিটিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে রাখা হবে।

৫.৩ কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ

মোটরসাইকেল শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে কার্যকর নীতি গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও রিভিউ কার্যক্রমের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, এসোসিয়েশনসহ সকলের সাথে কার্যকর সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

পরিশিষ্ট-১

মোটরসাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

ক্রঃ নং	বিষয়	অনুচ্ছেদ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	বাস্তবায়নকাল	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
১.	ভেন্ডর উন্নয়ন কার্যক্রম	অধ্যায়-৩ অনুচ্ছেদ-৩.৪	ভেন্ডর উন্নয়ন কার্যক্রম	শিল্প মন্ত্রণালয়	২০১৮—২০২৩	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, Bangladesh Motorcycle Assemblers & Manufacturers Association (BMAMA), Motorcycle Manufacturers & Exporters Association of Bangladesh (MMEAB)
২.	যন্ত্রাংশের গুণগতমান	অধ্যায়-৩ অনুচ্ছেদ-৩.৪.২	মোটরসাইকেল শিল্প সেক্টরে Spare parts উৎপাদনে কোয়ালিটি পলিসি বাস্তবায়ন	শিল্প মন্ত্রণালয়	২০১৮—২০২১	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, German Society for International Cooperation (GIZ)
৩.	খাতভিত্তিক মানব সম্পদ উন্নয়ন	অধ্যায়-৪ অনুচ্ছেদ-৪.৪	অটোমোবাইল সেক্টরের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	শিল্প মন্ত্রণালয়	২০১৮—২০২০	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ
৪.	বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ প্রক্রিয়া	অধ্যায়-৪ অনুচ্ছেদ-৪.৫	অটোমোটিভ শিল্প পার্ক স্থাপন	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বিসিক	২০১৮—২০২৩	শিল্প মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, ট্রেডবডি
৫.	পরীক্ষা এবং মান নিয়ন্ত্রণ	অধ্যায়-৪ অনুচ্ছেদ-৪.৬	বাংলাদেশ অটোমোটিভ ইনস্টিটিউট Bangladesh Automotive Institute (BAI) স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ	ট্রেডবডি	২০১৮—২০২১	শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৫ আশ্বিন ১৪২৫/১০ অক্টোবর ২০১৮

নং ০৩.৭৬০.০০৬.০০.০০.০০৩.২০১৮-৮৪৫৭/১—বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ধারা ২২ এর উপ-ধারা ৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতি, প্রদত্ত অনুমতিপত্র, মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স বা জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশ সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ এবং উপ-ধারা ৪ অনুযায়ী উক্ত নীতি, অনুমতিপত্র, লাইসেন্স এবং আদেশ বা নির্দেশ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়ন করতে হবে মর্মে বিধান রয়েছে বিধায় গত ১৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ডের ১ম সভায় গৃহীত নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হলো :

সিদ্ধান্ত ২.০১ :

(ক) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১২ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রবিধানমালাটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয় :

(১)	সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	- সভাপতি
(২)	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৩)	সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	- সদস্য
(৪)	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	- সদস্য-সচিব

কমিটি ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রবিধানমালাটি চূড়ান্ত করে সুপারিশমালা প্রণয়ন করবে।

(খ) কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১২ চূড়ান্ত করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাধ্যমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ বিভাগে ভেটিংয়ের জন্য প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৩.০১ :

(ক) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিচালনা বিধিমালা, ২০১২ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সংক্ষিপ্ত আকারে বিধিমালাটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয় :

(১)	সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ	- সভাপতি
(২)	সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	- সদস্য
(৩)	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	- সদস্য
(৪)	সভাপতি, এফবিসিসিআই	- সদস্য
(৫)	বিনিয়োগ বোর্ডের একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
(৬)	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	- সদস্য-সচিব

কমিটি ১ (এক) মাসের মধ্যে বিধিমালাটি সংক্ষিপ্ত আকারে চূড়ান্ত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে।

(খ) কমিটি বিধিমালাটি চূড়ান্ত করার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টার নিকট পেশ করবেন এবং উপদেষ্টা মহোদয় বিধিমালাটি দেখে প্রযোজ্যক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করবেন।

(গ) কমিটির সুপারিশ ও প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টার পর্যবেক্ষণ (যদি থাকে) অনুযায়ী বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিচালনা বিধিমালা, ২০১২ সংশোধন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাধ্যমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ বিভাগে ভেটিংয়ের জন্য প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৪.০৪ :

(ক) বিস্তারিত আলোচনার পর সামগ্রিক বিবেচনায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য নিম্নোক্ত স্থানসমূহ নীতিগতভাবে নির্বাচন করা হয় :

(১) মীরসরাই, চট্টগ্রাম।

(২) গহিরা, আনোয়ারা উপজেলা, চট্টগ্রাম।

(৩) শেরপুর, সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার।

(৪) মোংলা, বাগেরহাট (বেপজা'র অব্যবহৃত জমিসহ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের হস্তান্তর না হওয়া অবশিষ্ট ২০৫ একর জমির সমন্বয়ে)।

(৫) বঙ্গবন্ধু সেতু সংলগ্ন স্থান, সিরাজগঞ্জ (সরকারি জমির অংশে)।

(খ) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান দ্রুত উপর্যুক্ত স্থানসমূহের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study) এর কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(গ) ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য প্রাথমিকভাবে স্থান নির্বাচনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা হয় :

(১)	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	- সভাপতি
(২)	স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৩)	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৪)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(৫)	মেজর জেনারেল (অবঃ) আমজাদ খান চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি	- সদস্য
(৬)	মহাপরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	- সদস্য
(৭)	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেজা	- সদস্য-সচিব

কমিটি উপযুক্ত বিবেচনা করলে কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

সিদ্ধান্ত ৫.০১ :

সভায় উপস্থাপিত ৪নং নমুনাকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের সাধারণ সীলমোহর হিসাবে অনুমোদন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ৬.০১ :

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠায় দ্বৈততা পরিহারপূর্বক সমন্বয় বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

নং **০৩.৭৬০.০০৬.০০.০০.০০৩.২০১৮-৮৪৫৭/২**—বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ধারা ২২ এর উপ-ধারা ৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতি, প্রদত্ত অনুমতিপত্র, মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স বা জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশ সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ এবং উপ-ধারা ৪ অনুযায়ী উক্ত নীতি, অনুমতিপত্র, লাইসেন্স এবং আদেশ বা নির্দেশ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়ন করতে হবে মর্মে বিধান রয়েছে বিধায় গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ডের ২য় সভায় গৃহীত নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হলো:

সিদ্ধান্ত ১.১ :

'শেরপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, মৌলভীবাজার' এর নাম সংশোধন করে 'শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, মৌলভীবাজার' করত বেজা গভর্নিং বোর্ডের ১ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

সিদ্ধান্ত ২.১ :

বেজা গভর্নিং বোর্ডের প্রথম সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে জলাধার/লেক এর ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৩.১ :

বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫ অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ৪.১ :

প্রাথমিক স্থান নির্বাচন কমিটি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ও সুপারিশকৃত নিম্নলিখিত ১৭টি স্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো:

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত অঞ্চল	জমির তফসিল
১	শ্রীপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, গাজীপুর (জাপানিজ ইকোনমিক জোন)	জেলা : গাজীপুর উপজেলা/থানা : শ্রীপুর মৌজা : মাওনা জমির পরিমাণ : ৫১০.০০ একর
২	Sabrang Tourism SEZ, Cox'sbazar	জেলা : কক্সবাজার উপজেলা/থানা : টেকনাফ মৌজা : সাবরাং জমির পরিমাণ : ১০২৭.৫৬ একর

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত অঞ্চল	জমির তফসিল
৩	আনোয়ারা অর্থনৈতিক অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম (Chinese Economic & Industrial Zone)	জেলা : চট্টগ্রাম উপজেলা/থানা : আনোয়ারা মৌজা : বটতলী, হাজীগাঁও, বৈরাগ ও বেলচূড়া জমির পরিমাণ : ৮৪৩.৫১ একর
৪	Dhaka IT SEZ, Keranigonj, Dhaka	জেলা : ঢাকা উপজেলা/থানা : কেরানীগঞ্জ মৌজা : সোনাকান্দা জমির পরিমাণ : ১০৫ একর
৫	জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল	জেলা : জামালপুর উপজেলা/থানা : জামালপুর সদর মৌজা : রঘুনাথপুর দিঘুলী, হরিদ্রাহাটা, গান্ধাইল, জোয়ানের পাড়া, ছোনটিয়া ও সুলতান নগর। জমির পরিমাণ : ৪৮৮.০০ একর
৬	নারায়ণগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল	জেলা : নারায়ণগঞ্জ উপজেলা/থানা : বন্দর ও সোনারগাঁ মৌজা : মোহনপুর, নিশং, শুভকরদি, ঘারমাড়া, মদনগঞ্জ, মদনগঞ্জ 'ম' খণ্ড, শম্ভুপুরা, নয়াচর জমির পরিমাণ : ৮৯০.৭৮ একর
৭	ভোলা অর্থনৈতিক অঞ্চল	জেলা : ভোলা উপজেলা/থানা : ভোলা সদর মৌজা : পশ্চিম চরকালী জমির পরিমাণ : ৩০৪.০৭ একর
৮	আশুগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপজেলা/থানা : আশুগঞ্জ মৌজা : সোহাগপুর, তালশহর ও বাসুতারা জমির পরিমাণ : ৩২৮.৬১ একর
৯	পঞ্চগড় অর্থনৈতিক অঞ্চল	জেলা : পঞ্চগড় উপজেলা/থানা : দেবীগঞ্জ মৌজা : দেবীডুবা, দাড়ারহাট ও প্রধানপুর জমির পরিমাণ : ৬১০.২২ একর
১০	নরসিংদী অর্থনৈতিক অঞ্চল	জেলা : নরসিংদী উপজেলা/থানা : নরসিংদী সদর মৌজা : বাগহাটা, বালুসাইর, মহিষাসুর ও খাটরা জমির পরিমাণ : ৬৯০.২০১৬ একর
১১	মানিকগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল (পুরাতন আরিচা ফেরিঘাটে BIWTA এর অব্যবহৃত জমি)	জেলা : মানিকগঞ্জ উপজেলা/থানা : শিবালয় মৌজা : শিবালয়, নেহালপুর, ঝিকুটিয়া ও তালুকসাদুল্লা জমির পরিমাণ : ৩০০ একর
১২	কুষ্টিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল	জেলা : কুষ্টিয়া উপজেলা/থানা : ভেড়ামারা মৌজা : চর মোকারিমপুর জমির পরিমাণ : ৪৭৭.১৬ একর
১৩	আগৈলঝাড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, বরিশাল	জেলা : বরিশাল উপজেলা/থানা : আগৈলঝাড়া মৌজা : জলিরপাড়, কোদালধোয়া ও পয়সা জমির পরিমাণ : ৩০০.০০ একর
১৪	নীলফামারী অর্থনৈতিক অঞ্চল	জেলা : নীলফামারী উপজেলা/থানা : নীলফামারী সদর মৌজা : সুবর্ণখুলী ও কাদিখোলা জমির পরিমাণ : ১০৭.৭৩ একর

বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত অঞ্চল	জমির তফসিল
১৫	বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল, নরসিংদী এ কে খান এন্ড কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় PEZ	জেলা : নরসিংদী উপজেলা/থানা : পলাশ মৌজা : কাজৈর এলাকার নাম : ডাঙ্গা জমির পরিমাণ : ২০০ একর
১৬	Abdul Monem PEZ	জেলা : মুন্সীগঞ্জ উপজেলা/থানা : গজারিয়া মৌজা : চর বাউশিয়া জমির পরিমাণ : ৩২৫.৯৫ একর (যাচাইয়ের পর ২১৫.৯৯ একর জমি পাওয়া গিয়েছে)
১৭	বেসরকারি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, মুন্সীগঞ্জ। বিজিএমইএ কর্তৃক প্রস্তাবিত 'গার্মেন্টস্ শিল্প পার্ক'	জেলা : মুন্সীগঞ্জ উপজেলা/থানা : গজারিয়া মৌজা : বাউশিয়া জমির পরিমাণ : ৫০৫.১২১ একর

সিদ্ধান্ত ৪.২ :

উপস্থাপিত পটুয়াখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল, ময়নামতি অর্থনৈতিক অঞ্চল, কুমিল্লা এবং ফুলবাড়িয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, ময়মনসিংহ এ তিনটি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের বিষয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ৪.৩ :

প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে জলাধার/লেক থাকবে যাতে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা যাবে, শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্ল্যান্ট থাকবে এবং প্রয়োজন অনুসারে বনায়ন করতে হবে। লেকের পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্টের মাধ্যমে খাবার পানিতে পরিণত করা যাবে। শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৪.৪ :

চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ ও নোয়াখালীর সুবর্ণচরে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৫.১ :

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় এবং নরসিংদীর সদর উপজেলায় যথাক্রমে গাজীপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল ও নরসিংদী অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত দু'টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে জাপানী বিনিয়োগকারীদের জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ৫.২ :

চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা (আনোয়ারা-২) অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এ অর্থনৈতিক অঞ্চলে চীনা বিনিয়োগকারীদের জন্য Chinese Economic and Industrial Zone (CEIZ) প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ৫.৩ :

ভারত সরকার ও ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে আলাদা অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

সিদ্ধান্ত ৬.১ :

অর্থনৈতিক অঞ্চল ডেভেলপার ও অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিনিয়োগকারী ও ব্যবহারকারীদের জন্য প্রস্তাবিত প্রণোদনা প্যাকেজ ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের সুপারিশ অনুমোদন করা হলো (সংযুক্তি-২)।

সিদ্ধান্ত ৬.২ :

প্রণোদনা প্যাকেজ, সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তরসমূহ বিষয় ভিত্তিক আদেশ, এস আর ও, পরিপত্র জারির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত ৬.৩ :

অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে Central Effluent Treatment Plant (CETP) নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ এবং একটি On-site Infrastructure বিধায় CETP নির্মাণে সরকার কোন Capital Subsidy প্রদান করবে না। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডেভেলপার CETP নির্মাণ করবে।

সিদ্ধান্ত ৭.১ :

অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের জন্য নিম্নবর্ণিত One-stop Service প্যাকেজ অনুমোদন প্রদান করা হলো :

- বেজা নির্ধারিত অর্থনৈতিক অঞ্চল/বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্প উন্নয়নের জন্য একমাত্র কর্তৃপক্ষ।
- প্রকল্প অনুমোদন।
- বিদেশীদের কার্যানুমতি প্রদান।
- আমদানি রপ্তানি অনুমতিপত্র, সাবকন্ট্রাক্ট অনুমতি পত্র প্রদান করা।
- নির্মাণ নকশা অনুমোদন করা।
- ফ্যাক্টরি সাইটে কাস্টমস ছাড়পত্র প্রদান।
- ইউটিলিটি সংযোগের অনুমোদন।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অফশোর ব্যাংকিং লাইসেন্স প্রদানের জন্য বেজা কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদান।
- ঋণ সুবিধা এবং চার্জ ক্রিয়েশনের জন্য ছাড়পত্র প্রদান।
- অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পানি পরিশোধনাগার, CETP, ETP স্থাপনার জন্য অনুমতি প্রদান।
- অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জেনারেটর স্থাপনের অনুমতি প্রদান।
- অর্থনৈতিক অঞ্চলে শ্রমিক আইনের প্রয়োগ।
- ডেভেলপারের সাথে অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রচারণায় অংশগ্রহণ করা।
- বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে সেবা প্রদানের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা।
- আইনের বিভিন্ন ধারা ও বিধান অনুযায়ী ছাড়পত্র প্রদান করা।
- অর্থনৈতিক অঞ্চল এলাকা/বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এলাকার ভিতরে প্রযোজ্য নয় এইরূপ ছাড়পত্রের সহায়তা করা এবং সরকারকে কাঠামোগত সংশোধনীর ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া।
- বেজা কর্তৃক One-stop Service সেবা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি বিভাগ, দপ্তরসমূহকে বিষয়ভিত্তিক আদেশ, এস.আর.ও, পরিপত্র জারির পরামর্শ প্রদান।

সিদ্ধান্ত ৭.২ :

বেজা'র আওতাধীন One-stop Service নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তরসমূহ বিষয় ভিত্তিক আদেশ, এস. আর. ও., পরিপত্র জারির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত ৭.৩ :

বেজা'র নির্বাহী চেয়ারম্যানকে এতদসংক্রান্ত অনুমতি ও ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করা হলো। তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করতে পারবেন।

সিদ্ধান্ত ৭.৪ :

সকল ধরনের অর্থনৈতিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে লাইসেন্স এর আবেদন এবং ওয়ান-স্টপ সার্ভিসসমূহের জন্য বেজা নির্বাহী বোর্ড অনলাইন পদ্ধতি প্রবর্তন নিশ্চিত করবে।

সিদ্ধান্ত ৮.১ :

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ২, ৪, ৫ ধারা সংশোধনের জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। (সংযুক্তি-৩)

সিদ্ধান্ত ৮.২ :

ডেভেলপারের কার্যকালের মেয়াদ চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) বৎসরের পরিবর্তে ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসরের বিধান এবং দেশীয় সংস্থাসমূহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অঞ্চল ডেভেলপ করার সুযোগ সৃজনের সুবিধার্থে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ডেভেলপার নিয়োগ, ইত্যাদি) বিধিমালা, ২০১৪ সংশোধনের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। (সংযুক্তি-৪)

সিদ্ধান্ত ৯.১ :

বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদনপত্র এর মূল্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা নির্ধারণ করা হলো।

সিদ্ধান্ত ৯.২ :

বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রাক্-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্তির জন্য এককালীন অফেরতযোগ্য ফি ১০,০০০ (দশ হাজার) মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ বাংলাদেশী টাকা নির্ধারণ করা হলো।

সিদ্ধান্ত ৯.৩ :

বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত লাইসেন্সের চূড়ান্ত অনুমোদনের দ্বিতীয় পর্যায়ে অফেরতযোগ্য ফি ১০,০০০ (দশ হাজার) মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ বাংলাদেশী টাকা নির্ধারণ করা হলো।

সিদ্ধান্ত ৯.৪ :

লাইসেন্স নবায়ন ফি বেজা নির্বাহী বোর্ড নির্ধারণ করবে।

সিদ্ধান্ত ৯.৫ :

বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য ইস্যুকৃত লাইসেন্সের মেয়াদ ১৫ (পনের) বছর ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ১০ (দশ) বছর পর নবায়ন করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো।

সিদ্ধান্ত ১০.১ :

বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য এ কে খান এন্ড কোম্পানি লিঃ এর অনুকূলে ইস্যুকৃত প্রাক্-যোগ্যতাপত্রের জন্য ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হলো।

সিদ্ধান্ত ১০.২ :

আব্দুল মোনেম লিঃ কে মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় নিজস্ব মালিকানাধীন ২১৫.৯৯ একর জমির উপর বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের প্রাক্-যোগ্যতাপত্র ইস্যু করার অনুমোদন প্রদান করা হলো।

সিদ্ধান্ত ১০.৩ :

বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রাক্-যোগ্যতাপত্র ও লাইসেন্স ইস্যুর ক্ষমতা বেজা নির্বাহী বোর্ডকে অর্পণ করা হলো।

সিদ্ধান্ত ১১.১ :

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, মৌলভীবাজার, সাবরাং ট্যুরিজম (SEZ), কক্সবাজার এবং ঢাকা আইটি (SEZ), কেরানীগঞ্জ এর জমি অধিগ্রহণের জন্য BIFFL হতে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ১১.২:

জাপানী বিনিয়োগকারীদের জন্য নির্ধারিত অর্থনৈতিক অঞ্চল ও Chinese Economic & Industrial Zone এর জমি অধিগ্রহণের জন্য ডিপিপির মাধ্যমে এডিপি হতে অর্থায়ন করা হবে। তবে বিনিয়োগকারীদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণের বিষয়টিও চেষ্টা করে দেখতে হবে।

সিদ্ধান্ত ১১.৩:

অন্যান্য অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের জমি অধিগ্রহণের অর্থ পর্যায়ক্রমে পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়নের মাধ্যমে এডিপি হতে সংস্থান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ১১.৪:

অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি অধিগ্রহণে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, BIFFL বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

সিদ্ধান্ত ১১.৫:

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার অব্যবহৃত অর্থ ব্যবহার করে বা তাদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হলো।

নং ০৩.৭৬০.০০৬.০০.০০.০০৩.২০১৮-৮৪৫৭/৩—বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ধারা ২২ এর উপ-ধারা ৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতি, প্রদত্ত অনুমতিপত্র, মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স বা জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশ সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ এবং উপ-ধারা ৪ অনুযায়ী উক্ত নীতি, অনুমতিপত্র, লাইসেন্স এবং আদেশ বা নির্দেশ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়ন করতে হবে মর্মে বিধান রয়েছে বিধায় গত ২১ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ডের ৩য় সভায় গৃহীত নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হলো :

সিদ্ধান্ত ১.১:

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর গভর্নিং বোর্ডের ২য় সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত-৯.৫ "বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য ইস্যুকৃত লাইসেন্সের মেয়াদ ১৫ (পনের) বছর ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১০ (দশ) বছর পর পর নবায়ন করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো।" উক্তরূপভাবে সংশোধন করতঃ বেজা গভর্নিং বোর্ডের ২য় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো :

সিদ্ধান্ত ২.১ : জামালপুর জেলায় বর্তমানে অনুমোদিত অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন ছাড়াও নদী ড্রেজিং করে উদ্ধারকৃত জমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ২.২ : নরসিংদী জেলায় স্বল্প মূল্যে জমি পাওয়া যায় এমন এলাকায় ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ২.৩ : চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ২.৪ : ভোলা জেলায় প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল ছাড়াও খাস জমি পাওয়া সাপেক্ষে নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে।

সিদ্ধান্ত ২.৫ : কৃষি জমি কম ব্যবহার করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জেগে ওঠা চর/খাস জমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ২.৬ : পটুয়াখালী, ময়মনামতি এবং ফুলবাড়িয়া ময়মনসিংহ, অর্থনৈতিক অঞ্চলে জমির পরিমাণ কম হওয়ায় জমির পরিমাণ বাড়নো যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং বর্ণিত এলাকাসমূহে নতুন জায়গা সন্ধান করে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে।

সিদ্ধান্ত ২.৭ : আশুগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চলে হাইটেনশন বিদ্যুৎ লাইন থাকার ফলে নিকটস্থ এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য জমির সন্ধান করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৩.১:

প্রাথমিক স্থান নির্বাচন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ২১ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং এ সভায় উপস্থাপিত আরো ৩ টি অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ নিম্নবর্ণিত ২৪ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত অঞ্চল	জমির তফসিল
০১.	গোপালগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল	জেলা : গোপালগঞ্জ উপজেলা : কোটালীপাড়া মৌজা : গোবিন্দপুর মোট জমির পরিমাণ : ২০১.৮৩ একর
০২.	ঢাকা অর্থনৈতিক অঞ্চল, দোহার	জেলা : ঢাকা উপজেলা : দোহার মৌজা : কুসুমহাটি জমির পরিমাণ : ৩১৬.৩৫ একর
০৩.	হবিগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, চুনারুঘাট	জেলা : হবিগঞ্জ উপজেলা : চুনারুঘাট মৌজা : চান্দপুর চা বাগান (টি. জি) জমির পরিমাণ : ৫১১.৮৩ একর
০৪.	শরীয়তপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, জাজিরা	জেলা : শরীয়তপুর উপজেলা : জাজিরা মৌজা : উত্তর ডুবদিয়া, খাগুটিয়া ও দিয়ারা গোপালপুর জমির পরিমাণ : ৫২৫.২৬৫ একর
০৫.	শরীয়তপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, গোসাইরহাট	জেলা : শরীয়তপুর উপজেলা : গোসাইরহাট মৌজা : চর জালালপুর জমির পরিমাণ : ৭৫০.০০ একর খাস জমি
০৬.	জালিয়ারদ্বীপ অর্থনৈতিক অঞ্চল, টেকনাফ, কক্সবাজার	জেলা : কক্সবাজার উপজেলা : টেকনাফ মৌজা : টেকনাফ ও দক্ষিণ হ্নীলা জমির পরিমাণ : ২৭১.০০ একর খাস জমি
০৭.	মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-১, কক্সবাজার	জেলা : কক্সবাজার উপজেলা : মহেশখালী মৌজা : ছোট মহেশখালী, পাহাড় ঠাকুরতলা ও গোরকঘাটা জমির পরিমাণ : ১৪৩৮.৫২
০৮.	কক্সবাজার স্পেশাল ইকোনমিক জোন, মহেশখালী	জেলা : কক্সবাজার উপজেলা : মহেশখালী মৌজা : হামিদ্বরদীয়া, কুতুবজোম ও ঘটিভাঙ্গা জমির পরিমাণ : ৮৭৮৪.৭৭ একর

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত অঞ্চল	জমির তফসিল
০৯.	মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-২, কালারমার ছড়া, কক্সবাজার	জেলা : কক্সবাজার উপজেলা : মহেশখালী মৌজা : উত্তর নলবিলা জমির পরিমাণ : ৮২৭.৩১ একর
১০.	মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-৩, ধলঘাটা, কক্সবাজার	জেলা : কক্সবাজার উপজেলা : মহেশখালী মৌজা : ধলঘাটা জমির পরিমাণ : ৬৭৬.৫৮ একর
১১.	নারায়ণগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, সোনারগাঁ	জেলা : নারায়ণগঞ্জ উপজেলা : সোনারগাঁ মৌজা : বারদী, বিলমারবদী সনমান্দি, খামারগাঁও ও পারবাগবারী জমির পরিমাণ : ১০০০.০০ একর
১২.	নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল (Agro Food Procesing Zone)	জেলা : নাটোর উপজেলা : লালপুর মৌজা : আরজী বাকনাই, রসুলপুর, বন্দোবস্ত, গোবিন্দপুর, বাকনাই বালিতিতা, লালপুর ও চরজাজিরা জমির পরিমাণ : ৩২২০ একর
১৩.	মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ	জেলা : নারায়ণগঞ্জ উপজেলা : সোনারগাঁ মৌজা : মল্লিকেরপাড়া, ছোটশিলমান্দী, ঝগড়াখোলা, কামারগাঁও বায়না জমির পরিমাণ : ৮০ একর
১৪.	মেঘনা ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ	জেলা : নারায়ণগঞ্জ উপজেলা : সোনারগাঁ মৌজা : ছয়হিস্যা, চর বভনাথপুর, চর রমজান, সোনাউল্ল্যা জমির পরিমাণ : ২৪৫ একর
১৫.	কুমিল্লা ইকোনমিক জোন	জেলা : কুমিল্লা উপজেলা : মেঘনা মৌজা : সোনাচর (লুটেরচর নামক এলাকা) জমির পরিমাণ : ২৭২ একর
১৬.	ফমকম ইকোনমিক জোন, রামপাল, বাগেরহাট	জেলা : বাগেরহাট উপজেলা : রামপাল মৌজা : দিগরাজ, বুড়িরডাঙ্গা, মংলা জমির পরিমাণ : ৩০০ একর
১৭.	আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল, নারায়ণগঞ্জ (জাপানিজ ইকোনমিক জোন)	জেলা : নারায়ণগঞ্জ, উপজেলা : আড়াইহাজার মৌজা : পাঁচরোখী, বড়নওগাও, পাঁচগাও, দুপ্তারা জমির পরিমাণ : ১০১০.৯০ একর ব্যক্তিমালিকানাধীন : ৯৯৯.৯১৫০ একর সরকারি খাস : ১০.১৮ একর অর্পিত সম্পত্তি : ০.৮০৫০ একর
১৮.	মহেশখালী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, কক্সবাজার	জেলা : কক্সবাজার উপজেলা : মহেশখালী মৌজা : ঘটিভাঙ্গা জমির পরিমাণ : ১০০০ একর (আনুমানিক) মোট জমির শ্রেণি : চরভরাট জমি
১৯.	রাজশাহী অর্থনৈতিক অঞ্চল	জেলা : রাজশাহী উপজেলা : পবা মৌজা : কয়ড়া, জয়কৃষ্ণপুর, মাড়িয়া, বালানগর, ভবানীপুর জমির পরিমাণ : ২০৪.০৬ একর ব্যক্তি মালিকানাধীন : ২০২.৪০ একর, সরকারি খাস : ১.৬৬ একর
২০.	শেরপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল	জেলা : শেরপুর উপজেলা : শেরপুর সদর মৌজা : চরপক্ষীমারী মোট জমির পরিমাণ : ৩৬১.০৮ একর ব্যক্তি মালিকানাধীন : ২৪৬.০৮ একর সরকাারি খাস : ১১৫.০০ একর
২১.	ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চল	জেলা : ফেনী উপজেলা : সোনাগাজী মৌজা : থাক খোয়াজের লামছি, চর খোন্দকার, চর রামনারায়ণ মোট জমির পরিমাণ : ২,২৫৫.৬৩ একর এবং চরভূমি প্রায় ৪০০০ একর

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত অঞ্চল	জমির তফসিল
২২.	মোংলা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Indian SEZ)	জেলা : বাগেরহাট উপজেলা : মোংলা মৌজা : কামারডাংগা, বুড়িরডাঙ্গা মোট জমির পরিমাণ : ১১০.১৫ একর
২৩.	Aman Private EZ	জেলা : নারায়ণগঞ্জ উপজেলা : সোনারগাঁ মৌজা : সোনামযী, হাড়িয়া, ছোট দেওভোগ ও বড় তিলক মোট জমির পরিমাণ : ১৫০.০০ একর
২৪.	Bay Private EZ	জেলা : গাজীপুর উপজেলা : গাজীপুর সদর মৌজা : কৌচাকুড়ি, মিরপুর ও বাঘিয়া মোট জমির পরিমাণ : ৬৫.০০ একর

সিদ্ধান্ত ৪.১ :
জিটুজি পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার বিষয় ত্বরান্বিত করাসহ সংশ্লিষ্টদেরকে বেজা থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৫.১ :

মহান জাতীয় সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর সংশোধন বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যেগ গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৬.১ :

অর্থনৈতিক অঞ্চলে One Stop Service কার্যকর করার ক্ষেত্রে One Stop Service Act প্রণয়ন না করে এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৭.১ :

কর্মকাণ্ডের ধরন বিবেচনায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির জনবল আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োগের বিষয়টি শিথিল করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৭.২ :

বেজার বিভিন্ন ক্যাটাগরির জোনের জনবলের একটি Standard Setup তৈরী করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য তা প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৮.১ :

অর্থনৈতিক অঞ্চসমূহে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং দ্রুত উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্যে চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহকল্পে পেট্রোবাংলা এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৮.২ :

অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে ইন্টারনেট সংযোগের বিষয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৯.১ :

আব্দুল মোনেম বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল, মেঘনা বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন এর অনুকূলে প্রদত্ত প্রি-কোয়ালিফিকেশন লাইসেন্স ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদন করা হলো।

সিদ্ধান্ত ১১.১ :

সীমান্তে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠান বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারত ও মিয়ানমারের সাথে আলোচনা শুরুর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত ১১.২ :

বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বেসরকারি পর্যায়ে বিদেশী কয়লার খনি (Coal Mine) ক্রয় করে কয়লা আমদানী এবং LNG প্লান্ট স্থাপনের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

সিদ্ধান্ত ১১.৩ :

"The Bangladesh Economic Zones (Appointment of Developer etc) Guidelines, 2015" টি ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করে জারি করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

নং ০৩.৭৬০.০০৬.০০.০০.০০৩.২০১৮-৮৪৫৭/৪—বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ধারা ২২ এর উপ-ধারা ৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতি, প্রদত্ত অনুমতিপত্র, মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স বা জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশ সরকারি গেজেটে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ এবং উপ-ধারা ৪ অনুযায়ী উক্ত নীতি, অনুমতিপত্র, লাইসেন্স এবং আদেশ বা নির্দেশ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়ন করতে হবে মর্মে বিধান রয়েছে বিধায় গত ২৭ জুলাই, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ডের ৪র্থ সভায় গৃহীত নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হলো :

সিদ্ধান্ত ১ :

বিগত ২১ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের তৃতীয় সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোন সংশোধন না থাকায় বেজা গভর্নিং বোর্ডের তৃতীয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

সিদ্ধান্ত ২.১ : যে এলাকায় সম্ভব সেখানে নদী ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে জমি উদ্ধার করে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ২.২ : গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের পরিবর্তে সদর উপজেলার গোবরা মৌজায় ২০০ একর জমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ২.৩ : হবিগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ ও চা শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা ও এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিরিখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ২.৪ : "সীমান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল" প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মিয়ানমারে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আপাততঃ কোন উদ্যোগ গ্রহণ সমীচীন হবে না।

সিদ্ধান্ত ৩ :

বেজা'র এর অর্জনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে চলমান প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত ৪.১ :

প্রাথমিক স্থান নির্বাচন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ৩১ টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ২৮ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

১	গোপালগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল-২, গোপালগঞ্জ
২	পটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, চট্টগ্রাম
৩	মহেশখালী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ঘটিভাঙ্গা - সোনাদিয়া), কক্সবাজার
৪	সুন্দরবন ট্যুরিজম পার্ক, বাগেরহাট
৫	বগুড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল-১, সাহজাহানপুর
৬	খুলনা অর্থনৈতিক অঞ্চল-১, বটিয়াঘাটা
৭	খুলনা অর্থনৈতিক অঞ্চল-২, তেরখাদা
৮	সিলেট বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, গোয়াইনঘাট, সিলেট
৯	কুড়িগ্রাম অর্থনৈতিক অঞ্চল-১, কুড়িগ্রাম সদর
১০	নেত্রকোণা অর্থনৈতিক অঞ্চল-১, নেত্রকোণা সদর
১১	মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল, কালারমার ছড়া, কক্সবাজার
১২	ময়মনসিংহ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ঈশ্বরগঞ্জ
১৩	ময়মনসিংহ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ময়মনসিংহ সদর
১৪	আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি
১৫	আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল-২, নারায়ণগঞ্জ
১৬	শেরপুর-জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল
১৭	রামপাল অর্থনৈতিক অঞ্চল, বাগেরহাট
১৮	গজারিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, মুন্সীগঞ্জ
১৯	এ্যালায়েন্স ইকোনমিক জোন, দাউদকান্দি, কুমিল্লা
২০	ইউনাইটেড সিটি IT Park
২১	ইস্ট কোস্ট গ্রুপ ইকোনমিক জোন, বাহুবল, হবিগঞ্জ
২২	সোনারগাঁও ইকোনমিক জোন (ইউনিক হোটল এন্ড রিসোর্ট লি:)
২৩	আরিশা ইকোনমিক জোন
২৪	বসুন্ধরা স্পেশাল ইকোনমিক জোন
২৫	ইস্ট-ওয়েস্ট স্পেশাল ইকোনমিক জোন
২৬	সিটি ইকোনমিক জোন
২৭	সিটি স্পেশাল ইকোনমিক জোন
২৮	আকিজ ইকোনমিক জোন

সিদ্ধান্ত ৪.২ :

স্টোন ক্রাশিং জোনের বিষয়ে অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৪.৩ :

নদী থেকে পাথর উত্তোলন অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত ৫ :

দেশী বিদেশী বৃহৎ/ বিশেষায়িত বিনিয়োগকারীদের সরাসরি জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে Tariff হার এবং Utility সার্ভিস চার্জ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগকে আহ্বায়ক করে ভূমি সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব এবং বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যানকে সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করা হবে। কমিটির সদস্য সচিব হবেন বেজা'র নির্বাহী সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)। এ কমিটি সরাসরি জমি বরাদ্দের পদ্ধতি ও এরূপ বিনিয়োগ ইউনিটসমূহে অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃক প্রদেয় রেগুলেটরি সেবা প্রদানের পদ্ধতির বিষয়েও সুপারিশ প্রদান করবে। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার জমির Tariff এবং Utility সার্ভিস চার্জ চূড়ান্ত করবে।

সিদ্ধান্ত ৬ :

BEZA সরকারের অনুমোদনক্রমে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহকে জোন ঘোষণা করতে পারবে এবং পরবর্তীতে গভর্নিং বোর্ড সভায় এ বিষয়ে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৭ :

ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রবর্তন এবং তা কার্যকরভাবে চালু রাখার জন্য Bangladesh Economic Zones (One Stop Services) Act, 2016 প্রণয়নের নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হলো। অধিকতর পর্যালোচনা করে এর খসড়া চূড়ান্ত করতে হবে এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে এ খসড়া সংশোধন, পরিমার্জন এবং অধিকতর বিনিয়োগ বান্ধব করতে হবে। এরূপ আইন বেজা ছাড়াও বিডা, বেপজা, হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য সমধর্মী সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

সিদ্ধান্ত ৮ :

বেজার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে (প্রেষণ, সংযুক্তি, প্রকল্প ও আউটসোর্সিংসহ) কর্মসম্পাদনের ভিত্তিতে নিজস্ব আয় হতে প্রতি অর্থ বছর শেষে আহরিত এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ সম্মানী ভাতা প্রদান করা যাবে।

সিদ্ধান্ত ৯ :

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ট্যুরিজম অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য প্রণীত ও উপস্থাপিত "Building Construction Rules for Bangladesh Economic Zones Authority" শীর্ষক বিধিমালা অনুমোদন করা হলো। আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং সাপেক্ষে তা জারি করা হবে।

সিদ্ধান্ত ১০ :

দ্রুত বিনিয়োগ আনয়ন এবং শিল্প স্থাপন ত্বরান্বিত করার লক্ষে অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের জন্য আরও অর্থায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

সিদ্ধান্ত ১১.১ :

যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে বেজা'র বাৎসরিক হিসাব নিরীক্ষার জন্য তিন বছর মেয়াদের ভিত্তিতে একটি চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্ম নিয়োগ অনুমোদন করা হলো।

সিদ্ধান্ত ১১.২ :

অডিটর নিয়োগের প্রক্রিয়া গভর্নিং বোর্ডের অবগতি এবং ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ১২ :

জিটুজি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নাধীন অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ১৩ (ক).১ :

মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল অধিভুক্ত এলাকায় "বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল" স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এর অনুকূলে ১০০০–১২০০ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

সিদ্ধান্ত ১৩ (ক).২ :

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (সংশোধনী ২০১৫) এর ৭(খ) ধারা মোতাবেক গঠিত প্রক্রিয়াকরণ কমিটি জমির ইজারা মূল্য (Lease Value) নির্ধারণ করে যথাযথ কতৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত ১৩ (খ) :

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম অপরিবর্তিত থাকবে।

নং ০৩.৭৬০.০০৬.০০.০০.০০৩.২০১৮-৮৪৫৭/৫—বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ধারা ২২ এর উপ-ধারা ৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতি, প্রদত্ত অনুমতিপত্র, মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স বা জারিকৃত আদেশ বা নির্দেশ সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ এবং উপ-ধারা ৪ অনুযায়ী উক্ত নীতি, অনুমতিপত্র, লাইসেন্স এবং আদেশ বা নির্দেশ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়ন করতে হবে মর্মে বিধান রয়েছে বিধায় গত ০৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ডের ৫ম সভায় গৃহীত নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হলো :

সিদ্ধান্ত ১ :

গত ২৭ জুলাই ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের ৪র্থ সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোন সংশোধনী না থাকায় বেজা গভর্নিং বোর্ডের ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

সিদ্ধান্ত ২ :

ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৭ এর খসড়া অনুমোদিত হল এবং আইনটি মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৩.১ :

বেজার আওতাধীন অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি সরাসরি বরাদ্দ ও পরিসেবা প্রদানের জন্য সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগের নেতৃত্বে গঠিত Tariff হার ও Service Charge নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত মূল্য থেকে ২৫% হ্রাস করে জমির মূল্য নির্ধারণ এবং ইউটিলিটি সার্ভিস চার্জ ৫% এবং কনজারভেন্সি চার্জ বর্গমিটার জমি/ভবনের জন্য ০.০৫ ডলার নির্ধারণ করে নিম্নরূপভাবে জমির ইজারা মূল্য এবং সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ করা হল :

গ্রুপ-ক (মোট ৬টি) : মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চল, শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, ঢাকা অর্থনৈতিক অঞ্চল, আড়াইহাজার-২ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং গজারিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল।

ক্রমিক নং	জমির শ্রেণি	বর্গমিটার প্রতি বাৎসরিক মূল্য (মাঃ ডঃ)	চুক্তির মেয়াদ (বৎসর)	বর্গমিটার প্রতি মোট মূল্য (মাঃ ডঃ)
১	২	৩	৪	৫
ক	একালীন চুক্তি ভিত্তিক			
	উন্নত	০.৬০	৫০	৩০.০০
	অনুন্নত	০.৩০	৫০	১৫.০০
খ	বিশেষায়িত অবকাঠামো	০.৩৪৫	৫০	১৭.২৫
গ	বাৎসরিক ভাড়া ভিত্তিক			
	উন্নত	১.৫০	৫০	-
	অনুন্নত	০.৭৫	৫০	-
ঘ	বিশেষায়িত অবকাঠামো	০.৯০	৫০	-

গ্রুপ-খ (মোট ১০টি) : কক্সবাজার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-১, মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-২, মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-৩, মহেশখালী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, মহেশখালী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল-৪, মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল, সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক, নাফ ট্যুরিজম পার্ক (জালিয়ার দ্বীপ অর্থনৈতিক অঞ্চল) এবং মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল :

ক্রমিক নং	জমির শ্রেণি	বর্গমিটার প্রতি বাৎসরিক মূল্য (মাঃ ডঃ)	চুক্তির মেয়াদ (বৎসর)	বর্গমিটার প্রতি মোট মূল্য (মাঃ ডঃ)
১	২	৩	৪	৫
ক	একালীন চুক্তি ভিত্তিক			
	উন্নত	০.৫২৫	৫০	২৬.২৫
	অনুন্নত	০.২৬২	৫০	১৩.১২৫
খ	বিশেষায়িত অবকাঠামো	০.৩১৫	৫০	১৫.৭৫
গ	বাৎসরিক ভাড়া ভিত্তিক			
	উন্নত	১.৩৫	৫০	-
	অনুন্নত	০.৬৭৫	৫০	-
ঘ	বিশেষায়িত অবকাঠামো	০.৮১	৫০	-

গ্রুপ-গ নীলফামারী অর্থনৈতিক অঞ্চল :

ক্রমিক নং	জমির শ্রেণি	বর্গমিটার প্রতি বাৎসরিক মূল্য (মাঃ ডঃ)	চুক্তির মেয়াদ (বৎসর)	বর্গমিটার প্রতি মোট মূল্য (মাঃ ডঃ)
১	২	৩	৪	৫
ক	একালীন চুক্তি ভিত্তিক			
	উন্নত	০.৪০৫	৫০	২০.২৫
	অনুন্নত	০.২০২	৫০	১০.১২৫
খ	বিশেষায়িত অবকাঠামো	০.২৪	৫০	১২.০০
গ	বাৎসরিক ভাড়া ভিত্তিক			
	উন্নত	১.০৫	৫০	-
	অনুন্নত	০.৫২৫	৫০	-
ঘ	বিশেষায়িত অবকাঠামো	০.৬৩	৫০	-

(২) সার্ভিস চার্জ ও রেগুলেটরি ফিস (সকল অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য) :

১।	সার্ভিস চার্জ (মোট ট্যারিফ এর উপর)-	ক। পানি-নিজস্ব উৎপাদন : i. ওয়াসার হার + ৫% ii. পরিশোধন : পরিশোধন ব্যয় + ৫% iii. রি-সাইক্লিং : রি-সাইক্লিং ব্যয় + ৫% খ। বিদ্যুৎ: সরবরাহ মূল্য + ৫% গ। গ্যাস : ক্রয়মূল্য + ৫% ঘ। তরল বর্জ্য পরিশোধন : অপারেটরের চার্জ + ৫% ঙ। Regulatory Permit ফিস : পারমিট প্রতি ৫০০.০০ টাকা। চ। শিল্প ইউনিট নিবন্ধন : ৫০০.০০ মার্কিন ডলার। ছ। ডিজাইন অনুমোদন : i. শিল্প ইউনিট : ১০,০০০.০০ টাকা। ii. ইকোনমিক জোন : ৫০,০০০.০০ টাকা।
২।	কনজারভেন্সি চার্জ-	প্রতি বর্গমিটার জমি/ভবনের জন্য বার্ষিক ০.০৫ মার্কিন ডলার।
৩।	কমপ্লায়েন্স চার্জ-	ক। চিকিৎসা ও পরিবেশ : নির্ধারিত হবে। খ। শ্রম ব্যবস্থাপনা : নির্ধারিত হবে।
৪।	লেভি-পিপিপি জোন ডেভেলপারদের পরিসেবা সুবিধা	পরিসেবা সুবিধার মোট বিলের উপর ২%।

সিদ্ধান্ত ৩.২ :

বিনিয়োগ প্রস্তাব মূল্যায়ন : বৃহৎ এবং বিশেষায়িত বিনিয়োগ প্রস্তাব অর্থাৎ যাদের অধিক পরিমাণ জমির প্রয়োজন হবে, সাধারণতঃ সে ক্ষেত্রে এ ধরনের জমি প্রদানকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে সরাসরি জমি বরাদ্দের প্রস্তাব বেজার 'বিনিয়োগ মূল্যায়ন কমিটি' কর্তৃক পরীক্ষিত হতে হবে। মূল্যায়ন কার্যক্রমে বৃহৎ/বিশেষায়িত শিল্পের ধরন-বিনিয়োগের পরিমাণ, জমির পরিমাণ, কর্মসংস্থান, রপ্তানিমুখী শিল্প, আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপনসহ দেশের অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বিবেচনায় নেয়া হবে। সরাসরি জমি বরাদ্দের বিষয়ে বেজা আলাদা গাইড লাইন প্রণয়ন করবে। বিনিয়োগ মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ বেজার নির্বাহী বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং বেজার নির্বাহী বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেজা বিনিয়োগকারীদের সরাসরি জমি বরাদ্দ করবে।

সিদ্ধান্ত ৩.৩ :

অর্থনৈতিক অঞ্চলে আবেদিত জমির জন্য আবেদনকারীকে আবেদিত মূল্যের ১% ফেরতযোগ্য জামানত হিসেবে জমা প্রদান করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৩.৪ :

মিরসরাই-ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চলে আরও জমি অধিগ্রহণ করে বিনিয়োগকারীদের জন্য সকল সুবিধাসহ শিল্প স্থাপনের উপযোগী ভূমি অধিকতর বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৪.১ :

নিম্নবর্ণিত দু'টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো-

(ক) মাদারীপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল

(খ) ফরিদপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল

সিদ্ধান্ত ৪.২ :

বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিতব্য কর্ণফুলী ড্রাইডক স্পেশাল ইকোনমিক জোন, মডার্ন স্পেশাল ইকোনমিক জোন, আবুল খায়ের ইকোনমিক জোন এবং কিশোরগঞ্জ ইকোনমিক জোন (নিটল মটরস লিঃ) এর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৫ :

অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য সরকারি ব্যয়ে Labour Tribunal ও Appellate Tribunal প্রতিষ্ঠার বিধানসহ Bangladesh Economic Zones (Creation and Operation of EZ Welfare Fund) Policy ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৬ :

মেঘনা অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং আবদুল মোনেম অর্থনৈতিক অঞ্চলকে জোন ঘোষণা এবং উক্ত দুটি EZ এর জন্য প্রদানকৃত লাইসেন্স ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হলো।

সিদ্ধান্ত ৭.১ :

মিরসরাই ও ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রতিটিতে প্রায় ১০০ একর করে ২০০ একর জমির উপর নির্মিতব্য ২টি জলাধার/হ্রদের "শেখ হাসিনা সরোবর" নামকরণ করা হলো।

সিদ্ধান্ত ৭.২ :

বড়তাকিয়া-মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল পর্যন্ত ৪ (চার) লেন বিশিষ্ট ২৯ (ঊনত্রিশ) কিলোমিটার রাস্তার নাম "শেখ হাসিনা সরণি" নামকরণ করা হলো।

সিদ্ধান্ত ৭.৩ :

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর নির্বাহী চেয়ারম্যানকে বেজার গভর্নিং বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

নং ০৩.৭৬০.০০৬.০০.০০.০০৩.২০১৮-৮৪৫৭/৬—বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ধারা ২২ এর উপ-ধারা ৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতি, প্রদত্ত অনুমতিপত্র, মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স বা জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশ সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ এবং উপ-ধারা ৪ অনুযায়ী উক্ত নীতি, অনুমতিপত্র , লাইসেন্স এবং আদেশ বা নির্দেশ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়ন করতে হবে মর্মে বিধান রয়েছে বিধায় গত ২৭ মে ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভায় গৃহীত নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হলো :

সিদ্ধান্ত ১ :

গত ৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের ৫ম সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোন সংশোধন না থাকায় বেজা গভর্নিং বোর্ডের ৫ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

সিদ্ধান্ত ২.১ :

"শেখ হাসিনা সরোবর" এবং "শেখ হাসিনা সরণি" নামকরণের ক্ষেত্রে "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট" এর বোর্ড থেকে সম্মতি/অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ২.২ :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে মাদারীপুর ও ফরিদপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়ন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ২.৩ :

বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগকারীদের অনুকূলে জমি বরাদ্দের বিষয়টি গভর্নিং বোর্ড সভা অবহিত হলো।

সিদ্ধান্ত ৩ :

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১৮ নীতিগত অনুমোদন করা হলো। বর্ণিত বিধিমালা ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৪.১ :

নিম্নবর্ণিত ৪টি সরকারি এবং ৬টি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো :

(ক) ৪ (চার)টি সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল :

ক্রঃ নং	অর্থনৈতিক অঞ্চল	জমির তফসিল
১.	সীতাকুন্ড ইকোনমিক জোন	জেলা : চট্টগ্রাম, উপজেলা : সীতাকুন্ড, মৌজা : গুলিয়াখালী, ভাটের খিল, সৈয়দপুর, বাগখালী, বগাচতর, মোট জমির পরিমাণ : ২৩৫৮ একর। (সরকারি ৮৫৩.৭৪ একর : ব্যক্তি মালিকানাধীন ১৮.০৭ একর; উপকূলীয় বন বিভাগের বাগান ১৪৮৬.৭৫ একর)। বনবিভাগের গেজেটভুক্ত জমি বাদ দিতে হবে।
২.	চাঁদপুর ইকোনমিক জোন-১ (মতলব উত্তর)	জেলা : চাঁদপুর, উপজেলা : মতলব উত্তর, মৌজা : নাছিরাকান্দি, উত্তর বোরচর নাপিতমারা, চর ইদ্রিস, চর ইলিয়ট, দিযারা বোরচর ও দক্ষিণ বোরচর, জমির পরিমাণ : ৩৯৯৯.৬০ একর (সরকারি খাস-৩০৯০.০৯ একর, চর ভরাট-৯০৯.৫১ একর)।
৩.	চাঁদপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল-২ (হাইমচর)	জেলা : চাঁদপুর, উপজেলা : হাইমচর, মৌজা : মেয়ারচর, চরঈশানবালা, নীলকমল, জমির পরিমাণ : ১০৩৫৮.৩৩৯ একর (খাস নদীর চর পয়স্থী)
৪.	নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল (সদর)	অবস্থান : জেলা : নাটোর, উপজেলা : নাটোর সদর, মৌজা : ভেদরার বিল, জমির পরিমাণ : ৩০০ একর ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি।

মন্তব্য : ক্রমিক নং ৪ এ বর্ণিত নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল এর প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে যাচাই করে যথার্থ বিবেচিত হলে অনুমোদন করা হবে।

(খ) ০৬ (ছয়)টি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল :

ক্রঃ নং	অর্থনৈতিক অঞ্চল	জমির তফসিল
১.	হামিদ ইকোনমিক জোন	জেলা : ময়মনসিংহ, উপজেলা : ত্রিশাল, মৌজা : নারায়ণপুর ও ঘাগটিপাড়া, জমির পরিমাণ : ১৫৩ একর।
২.	ছাতক ইকোনমিক জোন	জেলা : সুনামগঞ্জ, উপজেলা : ছাতক, মৌজা: কুমনা, জমির পরিমাণ ১৩৮.৬৪ একর।
৩.	স্টান্ডার্ড গ্লোবাল ইকোনমিক জোন	জেলা: মুন্সিগঞ্জ, উপজেলা: গজারিয়া, মৌজা: বড় বালুকান্দি, জমির পরিমাণ: ১৪০ একর।
৪.	হোসেন্দী ইকোনমিক জোন	জেলা : মুন্সিগঞ্জ, উপজেলা : গজারিয়া, মৌজা : চর বেতাকী, ভবানীপুর, হোসেন্দী, রঘুরচর ও সিকিরগাঁও, জমির পরিমাণ : ৭৫.৪৭ একর।
৫.	কাজী ফার্মস ইকোনমিক জোন লিঃ	জেলা: চট্টগ্রাম, উপজেলা চন্দনাইশ, মৌজা: দিয়াকুল, জমির পরিমাণ: ১৩০.৬২৫৬ একর।
৬.	আনোয়ার ইকোনমিক জোন	জেলা: মুন্সিগঞ্জ, উপজেলা: গজারিয়া, মৌজা : চর বাউশিয়া, জমির পরিমাণ : ১১০ একর।

মন্তব্য : তথ্য সংগ্রহ প্রতিবেদন পাওয়ার পর অন্যান্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে উল্লিখিত ৬ (ছয়) টি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ৪.২ :

বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যের নাম থাকায় শেখ রাসেল ইকোনমিক জোন এন্ড এডুকেশন সিটি এর নামকরণের বিষয়ে "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট" থেকে সম্মতি/অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৪.৩ :

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ইতোমধ্যে প্রদানকৃত লাইসেন্সভুক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের পর উক্ত উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নতুন কোন বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়ার বিষয় বিবেচনা করা হবে।

সিদ্ধান্ত ৪.৪ :

বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে প্রত্যাশী/আবেদনকারীর জমির পরিমাণ, শ্রেণি আর্থিক সামর্থ্য, ব্যাংক ঋণ, ব্যবসার সুনাম ইত্যাদি যাচাই করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৪.৫ :

বেজা সারা দেশের জন্য Zone Planning অতিদ্রুত সম্পন্ন করবে। পরিকল্পিত অঞ্চলেই কেবল অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রস্তাব অনুমোদন করা হবে।

সিদ্ধান্ত ৫.১ :

সরকারি মালিকানাধীন অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি ইজারা প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত ট্যারিফ তফসিল অনুমোদন করা হলো।

গ্রুপ-ক : (মোট ২টি) বগুড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, নারায়ণগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল (গভর্নিং বোর্ডের ৫ম সভার অনুমোদিত ট্যারিফ হার অনুযায়ী)

ইজারা মুল্য পরিশোধের ধরন	জমির শ্রেণী বিন্যাস	বর্গমিটার প্রতি বাৎসরিক ভাড়া (মার্কিন ডলার)	চুক্তির সময় (বৎসর)	বর্গমিটার প্রতি মোট ভাড়া (মার্কিন ডলার)
এককালীন পরিশোধ (অগ্রিম)	উন্নত	০.৬০	৫০	৩০.০০
	অনুন্নত	০.৩০	৫০	১৫.০০
	বিশেষায়িত অবকাঠামো	০.৩৪৫	৫০	১৭.২৫
বাৎসরিক ভাড়া ভিত্তিক পরিশোধ	উন্নত	১.৫০	৫০	-
	অনুন্নত	০.৭৫	৫০	-
	বিশেষায়িত অবকাঠামো	০.৯০	৫০	-

গ্রুপ-খ : (মোট ২টি) জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, সিলেট বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (গভর্নিং বোর্ডের ৫ম সভায় অনুমোদিত ট্যারিফ হার অনুযায়ী)

ইজারা মুল্য পরিশোধের ধরন	জমির শ্রেণি বিন্যাস	বর্গমিটার প্রতি বাৎসরিক ভাড়া (মার্কিন ডলার)	চুক্তির সময় (বৎসর)	বর্গমিটার প্রতি মোট ভাড়া (মার্কিন ডলার)
এককালীন পরিশোধ (অগ্রিম)	উন্নত	০.৫২৫	৫০	২৬.২৫
	অনুন্নত	০.২৬২	৫০	১৩.১২৫
	বিশেষায়িত অবকাঠামো	০.৩১৫	৫০	১৫.৭৫
বাৎসরিক ভাড়া ভিত্তিক পরিশোধ	উন্নত	১.৩৫	৫০	-
	অনুন্নত	০.৬৭৫	৫০	-
	বিশেষায়িত অবকাঠামো	০.৮১	৫০	-

গ্রুপ-গ : চাঁদপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল-(গভর্নিং বোর্ডের ৫ম সভায় অনুমোদিত ট্যারিফ হার অনুযায়ী)

ইজারা মুল্য পরিশোধের ধরন	জমির শ্রেণি বিন্যাস	বর্গমিটার প্রতি বাৎসরিক ভাড়া (মার্কিন ডলার)	চুক্তির সময় (বৎসর)	বর্গমিটার প্রতি মোট ভাড়া (মার্কিন ডলার)
এককালীন পরিশোধ (অগ্রিম)	উন্নত	০.৪০৫	৫০	২০.২৫
	অনুন্নত	০.২০২	৫০	১০.১২৫
	বিশেষায়িত অবকাঠামো	০.২৪	৫০	১২.০০
বাৎসরিক ভাড়া ভিত্তিক পরিশোধ	উন্নত	১.০৫	৫০	-
	অনুন্নত	০.৫২৫	৫০	-
	বিশেষায়িত অবকাঠামো	০.৬৩	৫০	-

সিদ্ধান্ত ৫.২ :

প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি অধিগ্রহণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যয় এবং চাহিদা বিবেচনায় অনুমোদিত হার পুনঃনির্ধারণ অথবা বর্ধিত ব্যয়ের বিপরীতে উন্নয়ন সারচার্জ আরোপের জন্য বেজা নির্বাহী বোর্ডকে ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

সিদ্ধান্ত ৫.৩ :

বেজা পুনঃনির্ধারিত ট্যারিফ হার অথবা উন্নয়ন সারচার্জের প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে আদায়ের ব্যবস্থা করবে।

সিদ্ধান্ত ৬ :

সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক ও কক্সবাজার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সোনাদিয়া ইকো ট্যুরিজম) এর জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটার উন্নত জমির জন্য ৪০ সেন্ট (০.৪০ মার্কিন ডলার) উন্নয়ন চার্জ নির্ধারণ অনুমোদন করা হলো।

সিদ্ধান্ত ৭ :

অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি অধিগ্রহণ এবং অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল ভিত্তিক ডিপিপি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৮ :

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (তহবিল পরিচালনা) প্রবিধানমালা, ২০১৮ তফসিলসহ অনুমোদনের জন্য পুনরায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৯ :

বেজার নিজস্ব তহবিল এবং BIFFL হতে অর্থ যোগানের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন এবং ভবিষ্যতে বাস্তবায়নযোগ্য অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ সঠিকভাবে এবং সময়মত সমাপ্ত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ১০ :

যেখানে বসতি আছে সে অঞ্চলে ঢালাওভাবে শিল্পাঞ্চল স্থাপন করা যাবে না। ক্ষতিগ্রস্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির পুনর্বাসনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অঞ্চল ভিত্তিক (case by case) প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ১১ :

আউটসোর্সিং ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের বেজা'র নিজস্ব আয় থেকে অধিকাল ভাতা প্রদানের বিষয়টি পুনঃ পরীক্ষা করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ১২ :

বেজা'র সদর দপ্তরের জন্য প্রস্তাবিত ৩৫৫ (অনুমোদিত ১৩০ জন সহ) জনবল কাঠামো অনুমোদন করা হলো এবং মিরসরাই 2A অর্থনৈতিক অঞ্চল, মিরসরাই 2B অর্থনৈতিক অঞ্চল, নাফ ট্যুরিজম পার্ক, সোনাদিয়া ইকো ট্যুরিজম পার্ক এবং জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রত্যেকটির জন্য ৩৩ জনের জনবল কাঠামো ও মিরসরাই ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল, নারায়ণগঞ্জ প্রত্যেকটির জন্য ৬ জনের জনবল কাঠামো অনুমোদন করা হল। বেজা'র গভর্নিং বোর্ডের অনুমোদনের আলোকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত ১৩.১ :

গভর্নিং বোর্ডের ৫ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অডিট ফার্ম নিয়োগদানের মাধ্যমে বেজা'র ৫ (পাঁচ) বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রমের বিষয়টি গভর্নিং বোর্ড সভাকে অবহিত করা হলো।

সিদ্ধান্ত ১৩.২ :

নিরীক্ষা প্রতিবেদন গভর্নিং বোর্ডের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ১৪ :

আমান অর্থনৈতিক অঞ্চল, বে অর্থনৈতিক অঞ্চল, সিটি অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্থনৈতিক অঞ্চলকে জোন ঘোষণা এবং উক্ত ৪ (চার) টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য প্রদানকৃত লাইসেন্স ভূতাপেক্ষ অনুমোদন করা হলো।

সিদ্ধান্ত ১৫ :

নাফ ট্যুরিজম পার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২১,৪৮,৩০,০০০/- (একুশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা মাটি ভরাট কাজের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন করা হলো।

সিদ্ধান্ত ১৬ (ক) :

বেজা'র নিজস্ব জমিতে বহুতল বিশিষ্ট প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের বিষয়টি এ মুহূর্তে বিবেচনা করা হলো না। প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর বহুতল ভবনে বেজা'র অফিস স্থাপন করা হবে।

সিদ্ধান্ত ১৬ (খ) :

শুল্ক এলাকায় স্থাপিত পেপার মিলের ন্যায় অর্থনৈতিক অঞ্চলের অভ্যন্তরে স্থাপিত পেপার মিল থেকে উৎপাদিত কাগজ ও কাগজ জাতীয় পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে নীট FoB মূল্যের উপর ১০% হারে নগদ সহায়তা সুবিধা প্রদানে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ১৬ (গ) :

বেজা কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রণোদনার বিষয়ে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পবন চৌধুরী
নির্বাহী চেয়ারম্যান।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৫/ ১৯ নভেম্বর ২০১৮

নং ২৫.০০.০০০০.০১৯.০১.০৫.০৯.২০০৬-৬৯১—কুষ্টিয়া জেলার বিসিক শিল্প নগরী (মৌজা বটতৈল, দাগ নং ২২৮৩, ২২৮৪, ২২৮৬, ২২৮৭) তে অবস্থিত বি আর বি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর কারখানায় Extra High Voltage Power Cable প্রস্তুতকরণের নিমিত্তে ১৭(সতের) তলা বিশিষ্ট ফ্যাক্টারী বিল্ডিং (VCV Tower) নির্মাণের নিমিত্ত ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬ এর বিধি ১২(২) অনুসারে ১২০ মিটার উচ্চতা নির্দেশক্রমে অনুমোদন প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শ্যামলী নবী
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(সরকারি মাধ্যমিক-৩)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৮ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.১৫.০০৩.১৮-১৪৪৭—১৮ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/০৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ তারিখ হতে নিম্নবর্ণিত ০৪(চার) টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করা হলো :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১.	হাতেম আলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর
২.	করিমপুর উচ্চ বিদ্যালয়, লালপুর, নাটোর
৩.	বাকেরগঞ্জ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল
৪.	হলদিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ

২। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কর্মরত কোন শিক্ষক অন্যত্র বদলি হতে পারবেন না।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লুৎফুন নাহার
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ১৪ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২এন-১০৭/২০১৮-৬৫৩**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ বনি আমিন, পিতা-মৃত মোঃ আরব আলী, মাতা-মর্জিনা, গ্রাম-১৩/১ এ, পুরাতন দনিয়া-২, ডাকঘর-দনিয়া, থানা-যাত্রাবাড়ী, জেলা-ঢাকা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৬১ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহ্‌মেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।